চট্টগ্রাম প্রচলিত বঙ্গভাষা

তৈলাবণী—তেলাবণীতি খ্যাতায়াম্ ঋজীষদ্বয়ম্। [পিষ্টকাদিপচনপাত্রে তেলানীতি খ্যাতে।] তোলো, তেলানী।

তৈলাম্বূ—তৈলপায়িকা। তেলাপোকা।

তোণ—তূণ। টোণ। প্রা° তোণ।

ত্রিমণ—ত্রিমণ ইতি খ্যাতে তেমনদ্বয়ম্। মানভূম অঞ্চলে তিঙ্গন বা তিঙন।

ত্সিনাম—তুর্নামদ্বয়ং ত্সিনামেতি খ্যাতায়াম্। ঝিনুক।

থলী—ইতি মহেশ্বরঃ। স্যাত।

থোট (?)—ত্রোটি (পক্ষিতুণ্ডে)। ঠোঁট।

দশতী—দশা (বস্ত্রাবয়বে)। দশী।

দাড়ী—দংষ্ট্রিকা (দক্ষায়)।

দার্বী—দর্বিত্রয়ং দাবীতি খ্যাতায়াম্। ডাব্ (রাঢ়ে চলিত; অর্থ হাতা)।

দাম্বোড়া—হৃষ্টবাল্যে দাম্বোড়েতি খ্যাতে দম্যদ্বয়ম্। দামড়া। সাঁওতালী ডাঙ্গরা।

দেবতা—বেণীপঞ্চকং শিরীষপত্রাকারপত্রে দেবতা ইতি খ্যাতে। দেবতাড়ে খরা তীক্ষ্ণে ত্রিষু স্যাদ্গর্দভে পুমান্ ইতি রভসঃ। A kind of grass, (Andopogon serratus).

দ্রগড়—ঘনেতরদ্ অঘনং দধি দ্রপ্সং (দ্রপ্স্যং) দ্রগড় ইতি খ্যাতম্। Thin or diluted curds.

[ধোকড়া—ইতি রায়ভরতৌ। স্যাত। থলিআ।]

ধোতচ্ছট—স্তোনদ্বয়ং ধোতচ্ছটে। সীব্যত ইতি স্তোনঃ। স্যাত। শুন-চট।

নহর, নহরু স্নায়ু।

নিজিবা—নিয়ামকদ্বয়ং গুণবৃক্ষোপরিস্থে নিজিবা ইতি খ্যাতে। A boat man, a sailor; but variously applied to one who rows, who steers, or who keeps a look-out from the masthead.

নিসুন্দার—সিন্দুবারপঞ্চকং নিসুন্দার ইতি খ্যাতে। নিসিন্দা।

নেবালী—নবমালিকা। নেআরী। কৃ° কী°এ নেআলী, শূ° পু°এ নিঅলি।

পগার—প্রাকারত্রয়ং বপ্রস্যোপরি ইষ্টকাদিরচিতে বেষ্টনে পগার ইতি খ্যাতে।

পটবাসপিণ্ড—পটবাসক। আবীর।

পটোলী—পটোলিকা। পোরলা।

পরস্ব—পরস্ব ইতি খ্যাতে পরশ্বঃ। অতিক্রান্তে তু পরতরে দিনে পরশ্বো জাত ইতি গৌণপ্রয়োগঃ।

পলিস—পীনস। পীনাস।

পাগুল—রোমন্থঃ পাগুল ইতি খ্যাতঃ। পাক্লান।

পাটি—পট্টী। পাটিলোধ।

পাণাটী—প্রাজন। পাচন, পাঁচন-লড়ী।

পাতাম্বিত—কড়ঙ্গরদ্বয়ং পাতানত ইতি খ্যাতে। পাতনা, ধুসড়া, আগড়া।

পার—পার তীরকর্ম্মসমাপ্তৌ।

পারিবিদ—পারিভদ্র। পালিতা মাদার।

পাবাভট্ট—পাদস্ফোট। তলি-ফুটা।

পাশেলী—পশু কা। পাঁজরা।

পাহুড়—প্রাভৃত। ভেট।

পিচ্ছোঢ়, পিচ্ছোড়ি—পিচ্ছোঢ় ইতি খ্যাতে দূষিকা। পিঞ্জোড়কং নেত্রমলং দূষী চ দূষিকা ইতি শব্দার্ণবঃ। পিচুটী।

পিচ্ছা—ভৃঙ্গ। ফেঁচুআ বা ফিঙ্গা।

পিড়ীক—স্পৃক্কা। পিড়িঙ্গ।

পিল—প্লবঃ পিল ইতি খ্যাতঃ। A diver or bird so called, (Pelicanus fusicollis).

প্রিয়ালক—পিয়ালশ্চ প্রিয়ালক ইতি মাধবঃ।

পিংপড়ী—পিপীলিকা পিংপড়ীতি খ্যাতা।

পীঠাবনী—পৃশ্নিপর্ণীনবকং পীঠাবনীতি খ্যাতায়াম্। পীঠাণী।

পুতাজিআ—পুত্রঞ্জীব। জিআপুতা।

পুত্তলিকা—পাঞ্চলিকাদ্বয়ং পুত্তলিকেতি খ্যাতায়াম্। পুত্রিকা। পুতুল।

পুলিনব—পুনর্ণবাদ্বয়ং পুলিনব ইতি খ্যাতে। পুরুন্যা।

পেড়া—পেটা, মঞ্জুষা।

পোল্লবাট—দুরশুন্যঃ পোল্লবাট ইতি যত্র প্রসিদ্ধিঃ। তুলং দূরপাল্লা।

পোর—উপোদিকা। পুঁই (শাক)।

পোহাল—পোতাধান। পোনা।

প্রতিগ্রহ—প্রতিগ্রাহ। পিক্‌দান, আইলবাটি।

ফড়িঙ্গ—পতঙ্গ।

ফক্কুস—তিলক ক্লোম। পশ্চিম-রাঢ়ে ফঁফস।

ফরুক—সম্পুটক। ফেরুআ?।

ফলগা—ফলক, চর্ম্ম। ঢাল।

ফোড়—বিস্ফোট। ফোড়া।

বদালী—সহস্রদংষ্ট্রদ্বয়ং বদালৌ। বোয়াল।

বহেড়ী, বহড়ী—বিভীতকচতুষ্কং বহেড়ীতি খ্যাতায়াম্। বয়ড়া। কৃং কীং এ বহড়া। প্রাং বহেড়য়।

বাতিঙ্গণ—বার্ত্তাকী। বাইগন, বেগুন।

চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা

কয়েক বৎসর হইল, চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিবার সংকল্প করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম এবং ভাষাটা আয়ত্ত করিবার জন্য একটু প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু আলস্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ লেখা হইয়া উঠে নাই। তাই আজ অতি সংক্ষেপেই প্রবন্ধটি লিখিলাম। মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা অতি দুরূহ কার্য্য এবং সর্ব্বত্র এ বিষয়ে সাফল্য লাভের আশা করা যায় না। বহুভাষা-বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্‌সনও তদীয় ভাষার আদর্শে চট্টগ্রামের ভাষার নিখুঁৎ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্থানে স্থানে তাঁহার আদর্শে ও আমাদের আদর্শে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ উগ্‌গা ও ওগ্‌গার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীয়ার্সনের ওগ্‌গা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে দুএকটি কথা বলা আবশ্যক। ইহাদের অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। অল্পপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ মহাপ্রাণতা-প্রাপ্ত ও মহাপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ অল্পপ্রাণতা-প্রাপ্ত। সুতরাং আমাদের কাণে এইরূপ লাগে যে, মনে হয়, অল্পপ্রাণ বর্ণসমূহ মহাপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছে ও মহাপ্রাণ বর্ণসমূহ অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষায় এই লক্ষণটি পরিস্ফুট ভাবে দেখা যায়। চট্টগ্রামী ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনাদি স্বরের স্বাধীন উচ্চারণ হয়।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণ-পরিবর্ত্তন, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, শব্দার্থ-বৈশিষ্ট্য ও ভাষার আদর্শ দিয়া অতি সংক্ষেপে এই ভাষার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছি। যে সকল স্থানে এই ভাষার রীতি ও বঙ্গভাষার রীতিতে কোনও প্রভেদ নাই, সে সকল স্থানের কোনও আলোচনা করা হইল না। কারণ, তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধ পুস্তকে পরিণত হয়।

বর্ণমালা

১। স্বরবর্ণ

অ = আ, ই, উ, এ, ও, ঐ।

অন্ধ = আঁধা, লম্বা = লাম্বা, পুতুল = পুতুলা, বক = বকা, বগা, লৌহ = লোআ, ডিম্ব = ডিমা, নব = নোআ, জীবন্ত = জীওতা। ফটকিরি = ফিটকেরি, ব্যজন = বিচৈন (পাখা)। লবণ = লুন, বৃহস্পতি = বিউস্‌সুৎ (বার)। গদি = গেদ্দা, চামচ = সামেচ। নব = নোআ, শ্বশুর = হোউর, কপাল = কোআল, কাপড় = কাওর, শিকল = শিওল, শিকড় = হিঁওর, কম্বল = কোইল্যা, শকুন = হোউন। ব্যজন = বিচৈন।

আ = অ, উ, ই, এ, ঐ, হসন্ত।

দালান = দলান, খারাপ = খরাপ, মশারি = মশরি। মাঙ্গী = মুঅই। ছাতা = ছাতি। কাঁচি = কেঁচি, কাঁটা = কেঁড়া, গাঁদা = গেঁজা। চাউল = চৈল্। বোবা = বোব্, পাতলা = পাতল্, পোঁকা = পোঁক্।

ই = অ, আ, উ, ঊ, হসন্ত।

সিম = সঁই, লাঠিম = লাড‍ম্, সিন্দুক = হন্দুক। ঝুঁটি = ঝুঁডা। টিকটিকি = টুকটুকি, বালিস = বালুস্, চিঁড়া = চুরা, ইন্দুর = উন্দুর। চিমটা = চুঁডা। জাঁতি = জাঁত্।

উ = অ, ই, ও, অই, আই, ইও, আ, উই।

সুন্দর = হন্দর। উকুন = উইন, উঅইন্, লিচু = লিচি। ডুমুর = ডোঁর, কুমড়া = কোঁরা। আগুন = আঅইন, তেঁতুল = তেঁতইল। কুড়ুল = কুরাইল। বেগুন = বাইওন। ঋজু = উজ্জা। সূচ = হুঁইচ।

ঋ = ইরি, ই, উ।

বৃষ = বিরিষ ঘৃত = গিরিৎ। পৃথিবী = পির্থিঙ্গী, বৃহস্পতি = বিউস্‌সুৎ। ঋজু = উজ্জা।

এ = আ, উ, ও, অ্যা।

বেগুন = বাইওন, খেজুর = খাজুর, জেলে = জাল্যা। মেসো = মুঁআ। নারিকেল = নারগোল। মেঘ = ম্যাগ।

ঐ = ও

বৈশ্য = বোশ্যো।

ও = অ, উ, ঐ।

মোটা = মটা, বোতল = বতল। জোনাকি = জুনি। তোয়ালে = তৈলে।

ঔ = ও, উ, ঊ।

ঔষধ = ওষুধ। নৌকা = নুকা। দৌড়ান = দুঁরন্।

২। ব্যঞ্জন বর্ণ

ক, খ = গ।

নাক = নাগ, বুক = বুগ, ডাক = ডাগ, বকা = বগা, নখ = নগ, নারিকেল = নারগোল, এক = এগ।

ঘ = ক, গ।

বাঘ = বাক। বাঘের গর্ত্ত = বাগর গাত।

ছ = হঁ।

ছুঁচ = হুঁইচ।

জ = চ, দ।

কাগজ = কাগচ্। রাজহাঁস = রাদহাঁস।

ট=ড

পেট=পেড, হাঁটু=হাঁডু, মাটি=মাডি, লাঠি=লাডি, পাঁটা=পাঁডা, পাঁটী=পাঁডী, কাঁটা=কেঁডা, ঝাঁটা=ঝাঁডা, লোটা=লোডা, ঝুঁটি=ঝুঁডা।

ঠ=ড

পিঠে=পিডে, উঠা=উডা, মিঠা=মিডা, পিঠ=পিড, লাঠিম=লাডম্। উঠান=উডান, বৈডক্‌খানা।

ণ=ং

হরিণ=হরিং।

ধ=ত

দুধ=ধুৎ, দুৎ।

দ=জ।

গাঁদা=গেঁজা।

শ, স=হ

শিয়াল=হিয়াল, শূকর=হুওর, শয্যা=হীজ, শুক্না=হুনা, সাপ=হাপ, শুনা=হুনা, সিন্দুক=হন্দুক, সুন্দর=হন্দর, শকুন=হোউন, সরিষা=হইরা, সকল=হঅল।

ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ

কলোপ

সকল=হঅল, হ'ল, আকাশ=আঁ'শ, দোকান=দোআন।

গলোপ

ছাগল=ছাঅল, কাগজ=কাঅচ।

পলোপ

নাপিত=নাইত, সুপারি=সুআরি; কপাল=কোআল।

বলোপ

সবেরে=সএরে, বাবাজী=বাআজী, বেবাক=বেআক।

মলোপ

আমি=আঁই, তুমি=তুঁই, কোমর=কোঁঅর, ঘোমটা=ঘোঁওডা, কুমড়া=কোঁরা, কমলা=কঁওলা।

খলোপ

মুখ=মু, দেখান=দেআন্।

সলোপ

পিসে=পিয়া, মেসো=মুঁআ, মাসী=মুঁঅই, বাসী=বাঈ।

শলোপ

শ্বশুর=হোউর, শাশুরী=হোউরী।

ঙ্গ-লোপ

মঙ্গল=মঁঅল, আঙ্গুল=আঁউল, বেঙ্গাচি=বেঅাঁচি।

ক্ষলোপ

দক্ষিণে=দইণে।

ধলোপ

বধির=বঅরা।

যুক্ত বর্ণের বিপ্রকর্ষ

শ্রীফল=সির্‌ফল, প্রাণী=ফরাণী, ত্রিশ=তিরিশ।

সন্ধি ও বর্ণ-দ্বৈত

তলোয়ার=তল্লার, দাঁত্+গুন=দাঁত্তুন, পাঁচ+গোগা=পাঁচ্চোআ, নমস্কার=ন'স্‌সার। এইরূপ রোজগার=রোজ্জার, নিমন্ত্রণ=নিত্রণ, বৃহস্পতি=বিউস্‌সুৎ, পাকঘর=পাগ্‌ঘর, যাইতে পারি=যাইত্তারি, দিতে পারি=দিত্তারি, উপকার=উপ্পার, হিয়ালগোয়া=হিয়াল্লোয়া, দেখিতে ন পারি=দেইয়পারি; ইত্যাদি।

বহুবচন

পোআহ'ল (বালকগণ), পোক্কিহ'ল (পক্ষীসকল), গোরুন (গোসকল), তারাহ'ল (তারাসকল), মাছহ'ল, গাদাহ'ল, মানুষহ'ল, বাক্‌সহ'ল, দাঁত্তুন (দাঁতগুলি), গোরুন (গোগণ), মাছিউন (মক্ষিগণ), বেয়াগ্‌গুন (বেবাকগুলি)।

অনেকগুলি পা=অনেক্‌খান ঠেং।

কতকগুলি=কোড়ুনি।

এই সকল=উন্, এইউন্।

ঐ সকল=হুন্।

কয়টা=কোড়ুগা।

কয়েকটা=কোড়ুআ।

লিঙ্গ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা, বাপ	মা

ভাই	ভইন (ভগ্নী)
মামা	মামী
মুঁআ (মেসো)	মুঁঅই, মুঁঈ (মাসী)
পিআ (পিসে)	পিই (পিসী)
সোআমী (স্বামী)	বউ (স্ত্রী, পুত্রবধূ)
পোআ, পুত্ (পুত্র)	মাইয়া (কন্যা)
জোঁআই (জামাই)	মাইয়্যা (কন্যা)
হোর (শ্বশুর)	হোরী (শাশুরী)
ভাইপুত (ভাইপো)	ভাইঝি
ভাইনা (ভাগিনেয়)	ভাইনী (ভাগিনেয়ী)
ঘোরা (ঘোড়া)	ঘুন্নী (ঘুড়ী)
গাবুর, গাউর (ভৃত্য)	চাঅরাণী (ভৃত্য)

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসমূহের ব্যবহার আছে।—**আদাচুরণীর** মনৎ গুদ্‌গুদি। অজাগাৎ তুলসী, অজাতৎ **রুঅসী**। **চাল্ল্যাবেচনী** দোলায় চরে, কন্নান কন্‌দেশ পুছার করে। নাই **মামীত্তুন্ কানী মামী**ও ভালা। হলইদ পোঁদৎদি **রান্ধনী** কওলান। হাত (সাত) **ধরণীয়ে** পোআ মারে। বেডারে মারি **বেডির** রাগ। **পুথানীর** (হতভাগীর) পোলা হার্গ্যা, থাল বান্দে জোয়ার্গ্যা। পাড়াপড়সীয়ে কয় **বছরাবিয়ানী**, গিরস্তে কয় বাজা (গাভী-বিক্রয়ের সময়)। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বনাম শব্দেও পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। কথিত ভাষায় নপুংসক লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের মধ্যে প্রভেদ-নির্ণয়-চেষ্টা বৃথা।

সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিত

দুধ-দেওন্তা গাই, তেল্লোআ মাথা, হাবাত্যা, ইস্কুল্যা পোআ, মচমচ্যা ভাজা, বিঅরাম্যা লোক, জোয়ার্গ্যা (জোয়ারের প্রতিকূল) খালবান্দন, গুটগুট্যা মিডা, গুল্‌গুল্যা গাল, আরাল্যা পারাল্যা (পাড়াপ্রতিবেশী), মা-নান্ (মাতৃতুল্য), ঘাট্যাল (ঘাটিয়াল), হিন্দুর্গ্যা আম (সিন্দুরবর্ণ), টুট্যা বাতাস (ঘূর্ণীবায়ু), টুর্গ্যা গো, মুর্গ্যা ঘর, জাওতা লোক, মরা মানুষ, পাঅনা আম (পক্ক), নোআ চৈল্, পুরাণ্ ঘর, বলী বিরিষ, চাল্ল্যা-বেচনী, কাণকাডা, কিত্তনীয়া, গাঙরকুল্যা বাড়ী, কোচ্যাকালে রাঁড়ী, আওুয়া পাত, আউলান্তা বাক্ (a roving tiger), উঅর টাল্যার হৈলৎদৃষ্টি, চালৈন, বিচৈন, দুঁরাদুঁরা, বেয়ান্তা বেড়ান (moruing walk), মাথা খাঁওরার্ (শিরঃপীড়া), কুস্যার্ খেতি (ইক্ষুর ক্ষেত), পাট্যালিয়া (যে পাটী প্রস্তুত করে, mat-maker), হুঁইচে-ভাঙ্গিব-কাজে কুরাইল লাগান্, বাবভুল্যা (অমিতব্যয়ী), মারনীয়া, ভইন-ভাইন (ভগ্নী প্রভৃতি), হরইয়্যার (প্রতারকের) হুমা

বোঝা ; পাড়া-বাঁড়নি (শিল-নুড়ি), মুড়ার-কূল্যা গাই, লেণ্ডিয়ার কুযুক্তি সার (লেণ্ডিয়া = দরিদ্র ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি), নগ কুনি (নখের কোণ), ভাতছোঁয়ানি (অন্নপ্রাশন), হাঁচামিছা কথা (মিথ্যা তামাসা), হাজার-মারা, তিনঠেঙ্গ্যা ঘোড়া, পোইত্য দিন, স'তান্তামী (সয়তানী), পাগ্‌ঘর, ঘোরাড্ডেয়া (ঘোড়ার বাচ্চা), ভেরাড্ডেয়া, দাঁড়রা ডেয়া (এঁড়ে বাছুর), ডেয়াগোরু, মিউরচ্চা (বিড়ালছানা), বেঁআচি, রাতাকুরা, কুরীকুরা, ধোর কাউআ, মশরি, আঁ'শরমত নীলা (আকাশের মত নীল), দুধর মত ধোপ্ (দুগ্ধ-শুভ্র), শিলর মত দরো (পাথরের মত শক্ত), রক্তর নান্ লাল (রক্তের মত লাল), বরিষাফল (শসা), বইডনী (বঁটী), ডাণ্ডচোর, পেড়্ফুলা।

সংখ্যা

	(এক)	(একটা)	(প্রথম)
১	এগ	উগ্‌গা	পত্তম
২	দুই, দুআ	দুগ্‌গা	দুতীয়
৩	তিন	তিন্নোয়া	তৃতীয়
৪	চাইর	চাইরগোয়া	চতুত্থ
৫	পাঁচ	পাঁচ্চোয়া	পঞ্চম
৬	ছয়	ছয়গোয়া	ষষ্ঠ
৭	হাত	হাত্তোয়া	হত্তম
৮	আষ্ট	আষ্টগোয়া	আষ্টম
৯	নয়	নয়গোয়া	নয়ম
১০	দশ	দশগোয়া	দশম

১১	এগার	২১	এগোইস
১২	বারো	২২	বাইশ
১৩	তেরো	২৩	তেইশ
১৪	চোদ্দ	২৪	চোব্বিশ
১৫	পন্দর	২৫	পঁছোইস
১৬	হোলো	২৬	ছাব্বিশ
১৭	হত্তরো	২৭	হাতাইস
১৮	আডারো	২৮	আডাইস
১৯	উন্নস	২৯	উনতিরিশ
২০	কুরি	৩০	তিরিশ

৪০	চল্লিশ	১০০	শ'
৫০	পঞ্চাস		একশ'
৬০	হাইট		দু'শ
৭০	হৈত্তর	১০০০	হাজার
৮০	আশী		(হাজার গোআ)
৯০	নব্বই		

কতিপয় শব্দরূপ

মানুষ্ শব্দ

	একবচন	বহুবচন
১ মা	মানুষ্ (মনুষ্য)	মানুষ্ হ'ল (মনুষ্যগণ,—সকল)
২ য়া	মান্ষ্যরে (মনুষ্যকে)	(মান্ষ্যরে)
৩ য়া	মান্ষ্যর দি (মনুষ্যদ্বারা)	(মান্ষ্যর দি)
৪ র্থী	মান্ষ্যরে (মনুষ্যকে, ৪র্থী)	(মান্ষ্যরে)
৫ মী	মান্ষ্যর্ তুন্ (মনুষ্য হইতে)	(মান্ষ্যর্ তুন্)
৬ ষ্ঠী	মান্ষ্যর্ (মনুষ্যের)	(মান্ষ্যর)
৭ মী	মান্ষ্যর্ত্তে (মনুষ্যেতে)	(মান্ষ্যর্ত্তে)

আঁই শব্দ

১ মা	আঁই (আমি)	আঁ'রা (আমরা)
২য়া	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'রারে (আমাদিগকে)
৩য়া	আঁ'র্দি (আমা দ্বারা)	আঁ'রার্দি (আমাদিগের দ্বারা)
৪র্থী	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'রারে (আমাদিগকে)
৫মী	আঁ'র্তুন্ (আমা হইতে)	আঁ'রার্তুন্ (আমাদিগের হইতে)
৬ষ্ঠী	আঁ'র্ (আমার)	আঁ'রার্ (আমাদিগের)
৭মী	আঁ'র্ত্তে (আমাতে)	আঁ'রার্ত্তে (আমাদিগেতে)

তুঁই শব্দ

তুঁই (তুমি)	তোঁআরা (তোমরা)
তোঁআরে (তোমাকে) তোরে (তোকে)	তোঁ'রারে (তোমাদিগকে)
তোঁআর্দি (তোমাদ্বারা)	তোঁ'রার্দি (তোমাদিগের দ্বারা)
তোঁআরে (তোমাকে)	তোঁ'রারে (তোমাদিগকে)

তোঁআর্‌ত্তুন্‌ (তোমা হইতে)	তোঁ'রার্‌ত্তুন্‌ (তোমাদিগের নিকট হইতে)
তোঁআর (তোমার)	তোঁ'রার (তোমাদের)
তোঁআর্‌ত্তে (তোমাতে)	তোঁ'রার্‌ত্তে (তোমাদিগেতে)

হিতে শব্দ (পুংলিঙ্গ)

হিতে, (সে) তে	হিতেরা (তাহারা) তা'রা
হিতেরে, (তাহাকে) তারে	হিতেরারে, (তাহাদিগকে) তারারে
হিতের্‌দি, তার্‌দি (তাহা দ্বারা)	হিতেরার্‌দি, তারার্‌ (তাহাদিগের দ্বারা)
হিতেরে, তারে (তাহাকে)	হিতেরারে, তারারে (তাহাদিগকে)
হিতের্‌, তার্‌ (তাহার)	হিতেরার্‌, তারার্‌ (তাহাদিগের)
হিতের্‌ত্তুন্‌, তার্‌ত্তুন্‌ (তাহা হইতে)	হিতেরার্‌ত্তুন্‌, তারার্‌ত্তুন্‌ (তাহাদিগের নিকট হইতে)
হিতের্‌ত্তে তার্‌ত্তে (তাহাতে)	হিতেরার্‌ত্তে, তারার্‌ত্তে (তাহাদিগেতে)

তাঁই শব্দ (স্ত্রীলিঙ্গ)

তাঁই (সে)	তাঁইরা (তাহারা)
তাঁইরে (তাহাকে)	তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
তাঁইর্‌দি (তাহা দ্বারা)	তাঁইরার্‌দি (তাহাদিগের দ্বারা)
তাঁইরে (তাহাকে)	তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
তাঁইর্‌ত্তুন্‌ (তাহা হইতে)	তাঁইরার্‌ত্তুন্‌ (তাহাদের হইতে)
তাঁইর্‌ (তাহার)	তাঁইরার্‌ (তাহাদের)
তাঁইর্‌ত্তে (তাহাতে)	তাঁইরার্‌ত্তে (তাহাদিগেতে)

ইবে শব্দ (ইহা)

ইবে (ইহা, এইটা)	এইউন্‌ (ইহারা, এইগুলি)
ইবেরে (ইহাকে, এইটাকে)	
ইবের্‌দি (ইহা দ্বারা)	
ইবেরে (ইহাকে)	
ইবের্‌ত্তুন্‌ (ইহা হইতে)	
ইবের্‌ (ইহার)	
ইবের্‌ত্তে (ইহাতে)	

উবে (উহা) শব্দ

উবে ওইউন, উবেরে, উবেরদি, উবেরত্তুন, উবের. উবেরত্তে।

জে (যে) শব্দ

জে, জারে, জারদি, জারত্তুন, জার, জারত্তে। বহুবচন সাধারণতঃ অপ্রচলিত।

আঁনে (আপনি) শব্দ

আঁনে (আপনি)	আঁনারা (আপনারা)
আঁনারে (আপনাকে)	আঁনারারে (আপনাদিগকে)
আঁনরদি (আপনার দ্বারা)	আঁনারারদি (আপনাদিগের দ্বারা)
আঁনারে (আপনাকে)	আঁনারারে (আপনাদিগকে)
আঁনারত্তুন (আপনা হইতে)	আঁনারারত্তুন (আপনাদিগের থেকে)
আঁনার (আপনার)	আঁনারার (আপনাদিগের)
আঁনারত্তে (আপনাতে, আপনার বিষয়ে)	আঁনারারত্তে (আপনাদিগেতে, আপনাদিগের বিষয়ে)

ধাতুরূপাদর্শ

যা ধাতু—যাওয়া।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানা (Present indefinite)

আঁই যাই	আঁ'রা যাই
তুঁই য'র্	তোঁআরা য'র্
হিতে (তে) যায়	হিতেরা (তারা) যায়

বর্ত্তমানা (Progressive)

আঁই যাইর্ (যাইতেছি)	আঁ'রা যাইর্ (যাইতেছি)
তুঁই য'র্	তোঁ' আরা য'র্
হিতে যা'র্	হিতেরা যা'র্

অনন্তনী (Past imperfect or present perfect)

আঁই গেই (গিয়াছি)	আঁ'রা গেই
তুঁই গেইয়ো	তোঁআরা গেইয়ো
হিতে গেইয়ে	হিতেরা গেইয়ে

পরোক্ষা (Past perfect)

আঁই গেইলেম্ (গেইলাম্)	আঁ'রা গেইলাম্ (গেইলেম্)
তুঁই গেইলে (গেইলা)	তোঁআরা গেইলে (—লা)
হিতে গেইল্	হিতেরা গেইল্

পুরা নিত্যবৃত্তা

আঁই যা'তাম্	আঁ'রা যা'তাম্
তুঁই যাইত্যা	তোঁ'আরা যাইত্যা
হিতে যাইত	হিতেরা যাইত

ভবিষ্যন্তী

আঁই যাইয়ুম্	আঁ'রা যাইয়ুম্
তুঁই যাইবা	তোঁআরা যাইবা
হিতে যাইব	হিতেরা যাইব

আদেশিনী

তুঁই যাও	তোঁআরা যাও
হিতে যা'ক্	হিতেরা যা'ক্
সে যাইতে লাগিল	হিতে যাইত লাগ্ গিল্
আমি যাইতে লাগিলাম	আঁই যাইতাম্ লাগ্ গিলাম্
তুমি যাইতে লাগিলে	তুঁই যাইতা লাগ্ গিলা

ভাবে সপ্তমী

স্রুজ্জ উড্ লি আঁই যাইয়ুম্—সূর্য্য উঠিলে আমি যাইব।

শব্দার্থ-বৈচিত্র্য

আমরা যে সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, চট্টগ্রামের ভাষায় তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়, সজীব ভাষা মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে। শব্দের রূপের যেরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হয়, অর্থেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নিম্নে এই পরিবর্ত্তনের কয়েকটি উদাহরণ সংগৃহীত হইল।

চাহা=দেখা, "কিবা মুঅর ঠাড্ আ না দি মু চাস্।"

অল্প=পরিমাণে অল্প, সম্মানে অল্প; এই অর্থে অল্প শব্দের সহিত একবচন বিশেষ্যের ব্যবহার হয়—"অল্প মনুষ্য'ইয়া জঁইদারি পায়, কাণর গুরিৎ কলম গুজি ভ্যাঁএর্যা নাচায়।"

আঁৎ=পাকস্থলী; "আতরে তিতা, কানরে কচু, চোখরে তেল; হেই তিন থানৎ ন হইলে বোন্তোর বারিৎ গেল্।"

মিডা = গুড় ; "মিডায় লাভ মাছিয়ে খায়।"

আতুর = খঞ্জ, "আঁধা আতুর ভেঁউর, হেই তিন স'ন্তানর লেঁউর।"

ডোম = মৎস্যব্যবসায়ী, "ডোঁঅর গো ; বাঁঅনর না।"

দলা = মৃত্তিকা, "কলারে দলা, হলইদ্‌রে ছাই।

বোউঅরে সেবিলে পুতরে পাই॥"

গাবুর = ভৃত্য, "কুঁররে ঘি ভাত দিলি নাইৎ করি মরে।

গাবুররে পিরা দিলি চিৎ অইয়া পরে॥"

ভারান্ = ভাঁড়ানো, প্রতারণা করা, অন্যমনস্ক করা ; "কলা দি পোলা ভারান্।"

গাত্ = গর্ত্ত, কূপ।

পেরত (প্রেত) = ছোট লোক, মলিন বেশ-যুক্ত ব্যক্তি ;

"গরীব দেইলি পেরতেও ছেব্ ফেলে।"

সিরফল (শ্রীফল) = ক্ষুদ্র অর্থাৎ খাইবার অযোগ্য বেল ;

"তিন লারায় সিরফল বেল।"

মরা = নিবারণ হওয়া, "ছেব গিল্লি পানির তিষ্টা ন মরে।"

ভাত ছোআনি = অন্নপ্রাশন।

হাদি = সাধ, বস্তুবিশেষ খাইবার ইচ্ছা ;

"দেশৎ নাই জিয়ান বউঅর হাদি হিয়ান।"

হা করা (— গরন্) = লোভ করা, উপবাস করা ;

"ভালা ঠাউরর চাঅরি, তিন জন মৈল হাগরি।"

"মাছর নামে গাছেও হা-গরে।"

অতঃপর অর্থ সহ একটি শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ পক্ষে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে যোগ্যতর ব্যক্তির পরিশ্রম আবশ্যক।

শব্দ-তালিকা (Vocabulary)

অঅমান (অপমান, অপমানিত)

অত্তর (একত্র)

অ'ন (এখন)

অস্থি (হাড় শব্দের ব্যবহার না করিয়া এই সাধু শব্দের ব্যবহার করা হয়)

আঅইন (আগুন)

আঅনারত্তে (আপনাতে, আপনার কার্য্যে, আপনার রাজ্যে)

আঁঅড়া (আমড়া)

আইয়ের (আসিতেছে, আই ধাতু বর্ত্তমানা বা অনুজ্ঞা)

আঁউডি (আংটি)

আঁউল (আঙ্গুল)

আছারবিছার খাইআরে, (আছাড়বিছাড় খাইয়া, অতি ত্রস্তভাবে)

আজ্জুআ (অস্ত্র)

আতুর (খঞ্জ)
আত্তন্ (আবার)
আদ্দব (আদব, ভদ্রতা)
আঁধা (অন্ধ)
আনিবাক্ (আনাইবেন)
আব (অভ্র)
আঁ'শ (আকাশ)
আহুক (আসুন)
আস্তে (আসিয়াছে)
ই'ন্দি (এ দিকে)
ইয়ৎ (এখানে)
ইস্কুল্যা (ইস্কুলের)
উঅর্ টাল্যা (পুকুরে মাছ ধরিবার সময় যাহারা ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার অনুমতি পায় এবং মাছের অংশও দেয় না, মজুরীও পায় না)
উঅরে (উপরে)
উইন্ (উকুন)
উগ্গা (একটা)
উডান (উঠান)
উডের্ (উঠিতেছে)
উন্দুর (ইন্দুর)
এইরঅমে (এই রকমে)
একান (একখান, একটা)
একান লাম্বা দোরি (একগাছ লম্বা দড়ি)
একুনু (এ ক্ষণেই, মুহূর্ত্ত)
এক্কেনা (একটু)
এজ্জনে (এক জনে)
এট্টা (এতটা)
এডে (এখানে)
এঁঅর ডাঁঅর হাতী (এত বড় হাতী)
এ বেল্ (এ বার)
ওঁট্ (ঠোঁট, ওষ্ঠ)
ওঁডৎতেল (ঠোঁটে তেল)
ওম্মা (ও মা !)
ওম্মারে মা (বিস্ময়সূচক অব্যয়, ও মারে মা)
কঅন্ (কখন্ ?)
কইতর (পায়রা)
কইত্তারে (কইতে পারে)
ক'ট্টা (কতটা অর্থাৎ বহু অনুচর)
কঁঅলা (কমলা)
কনো (কোনো)
কনোর'মে (কোনো রকমে)
কইলগ্যৈ (বলিল গিয়া)
কলিক্ (কোরক, কলি, কুঁড়ি)
কাঅচ (কাগজ)
কাউআ (কাক)
ধোরকাউআ (দাঁড়কাক)
কাউর (কর্পূর, কাপুর)
কাঅর (কাপড়)
কাচি (কাস্তে)
কাড (কাঠ)
কাডর মেস্তরি (সূত্রধর, কাঠের মিস্ত্রী)
কাদিরা (চেয়ার)
কাট্টোল (কাঁটাল)
কারিগর (কারিকর, মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী)
কিয়ৎ (কত ?)
কুঁইর (কুম্ভীর)
কুইল্যা (কোকিল)
কুঁর, কুঁউর্ (কুকুর)
কুঁরা (মোরগ, কুঁকড়া)
কুরাইল (কুড়ুল)
কুর্সী (chair)

কুর্গ্যা (কুঁড়ে, অলস)
কুল (কুল, স্থল)
কুষ্ম্যার (ইক্ষু)
কেঅল (কেবল)
কেঁঅন (কেমন)
কেঁচি (কাঁচি)
কেঁড়া (কাঁটা)
কেশ (লোম, অর্থাপকর্ষ, deteriorations)
কোঁঅর (কোমর)
কোআল (কপাল)
কোঁআর (কুম্ভকার)
কোঁআ (শিশির)
কোইল্যা (কয়লা)
কোত্তা (কোট, জামা)
কোড়ুআ (কয়েকটা)
কোহ্‌গ্‌গা (কতগুলি)
কোহুনি (কতটা, কতগুলি)
কোঁ'রা (কুমড়া)
খইন্দা (খলে)
খওল্
খইরেজ (কবিরাজ)
খারাপ (খারাপ)
খস (পাচড়া)
খাইআরে (খাইয়া)
খাঁআর (খামার, গোলা)
খাজুর (খেজুর)
খা'তে যাইব (খাওয়া কুলাইবে, খাওয়া চলিবে)
খারাং (ঝুড়ী, টুকরী)
খারু (মল)
খুব (অত্যন্ত)
খের (ঘাস)
খোঁআ (শিশির)
খোরা (বাটী)
গন্দ্রক (গন্ধক, শব্দ-সংস্কারের অন্ধ প্রবৃত্তি, False Etymology)
গয়আম (পেয়ারা)
গরাইতর্ পড়িগে'ল্ (গড়াইয়া পড়িয়া গেল, গড়াইতে গড়াইতে অর্থাৎ গড়াইবার অবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বে পড়িয়া গেল; সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় তুলনীয়)
গাউর, গাবুর (চাকর, গাবুর শব্দের সাধারণ অর্থ যুবক, অর্থ-বৈশিষ্ট্য, specialisation)
গাঁঅছা (গামছা)
গাত (গর্ত্ত, কূপ)
গাদা (গাধা)
গাদি, গেদ্দা (গদি)
গাভ্যাদি (গর্ভ অর্থাৎ অভ্যন্তর দিয়া)
গুটা, গুলা (বসন্তরোগ)
গুন্নী (ঘোটকী)
গুল্‌গুল্যা (গোল, গোলগাল)
গেঁজা (গাঁদা ফুল)
গেদ্দা, গাদি (বালিস)
গো (গরু)
গোরুউন (গো-সকল)
গোঁআই (গোসাঁই)
গোঁআল (গোয়াল)
গোরক্‌পোআ (রাখাল বালক)
গোনিআরে (গণিয়া)
ঘল্লগ্যৈ (ঢুকিল গিয়া)
ঘাট্যা, ঘাট্যাল (ঘাটীয়াল)
ঘায়ে ভরি গেইয়ে গৈ (ঘায়ে ভরিয়া গিয়াছে)
ঘি, ঘিরিৎ (ঘৃত)

ঘুন্নী (ঘোটকী)
ঘুড্ডী (ঘুড়ি)
ঘোঁঅডা (ঘোমটা)
চর্গা (চড়াই পাখী)
চলত্য লাইল (চলিতে লাগিল)
চাঅরাণী (চাকরাণী, ঝি ; পুং গাবুর)
চাইআরে (দেখিয়া)
চাইত্য লাইল্ (দেখিতে লাগিল)
চাইর পাল্দি (চারি দিকে)
চাঁচ (মাছর, পাটী)
চাড়া (চাটা, পাটী)
চুলা (উনন)
চুঁ'ডা (চিমটা)
চোই (চৌকি)
চৈল্ (চাউল)
ছড়ো (ছোট)
ছাঅল (ছাগল)
ছাঅলের ছা (ছাগলের বাচ্চা, ছা—বাচ্চা)
ছাতি (ছাতা, আতপত্র
ছিলট (slate)
জাঁ'জ (জাহাজ)
জাঁত্ (যাঁতী)
জাল্যা (জেলে)
জিগ্গাইল্ (জিজ্ঞাসিল)
জিবা (যাহা)
•জিব্ব্যা, জির্ব্যা (জিহ্বা, ভ্রান্ত সংস্কারের চেষ্টায় দ্বিতীয় পদ, False Etymology)
জিঁয়ৎ, জেডে (যেথানে)
জীওতা (জীবিত)
জুনি, জুনিপোক্ (জোনাকি পোকা)
জেঁঅন (যেমন)
জেডা (জ্যেঠা)
জোঁআই (জামাই)
জোঁইর্ (জমীর, পত্র-নির্ম্মিত এক প্রকার শিরস্ত্রাণ, মস্তক হইতে পশ্চাতে হাঁটু বা গুল্ফ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না।)
জোআন (যুবক)
ঝন্না (ঝরণা, ফোয়ারা)
ঝর্ (ঝড়, বাতাস, বৃষ্টি)
ঝাঁডা (ঝাটা)
ঝুঁডা (ঝুঁটি)
টান্ত্য (টানিত)
টুকটুকি (টিকটিকি)
টুট্ট্যা বাতাস (ঘূর্ণীবায়ু)
টুল, লাম্বাটুল (Bench)
টেঁয়া (টাকা)
টেল্লা (শাখা, ঠাল্লি)
ঠাডার (বজ্রপাত)
ঠাসি বান্লো (কষিয়া বাঁধিল)
ঠুনি (খুঁটি, থাম)
ঠেং (পা)
ঠেল্লা (মৃৎকলস)
ডাইব (ডাকিবে)
ডাওয়া (ডাবা, হুঁকা)
ডাগুচোর (ডাকাইত)
ডিম্মা (ডিম্ব)
ডেয়া গরু (বাছুর)
ডোঁর (ডুমুর)
ঢগ (দৃশ্য)
বাইরর ঢগ (প্রাকৃতিক শোভা)
ঢাগ (পাঁজর)
তঅন (তখন)
তল্লার (তরবারি)

তরাতোরি (তাড়াতাড়ি)
তহলে (তাহা হইলে)
তাইর (তাহার, স্ত্রীলিঙ্গ, her)
তীঁর্ (ত্রিউরী, ত্রিমুণ্ডী, উনন; তিনটি মাথা থাকে বলিয়া এই নাম)
তেঁঅন (তেমন)
তেঁতৈল (তেঁতুল)
তেল্লেচোরা (তেলাপোকা)
তৈলে (তোয়ালে)
তোঁআর্ত্তে (তোমাতে, তোমার সঙ্গে, তোমার কার্য্যে)
তোয়াতে তোয়াতে (অন্বেষণ করিতে করিতে)
তোই (তাহা হইলেই)
থাইলে (থাকিলে)
থাঁউ (তামাক)
দইণে (দক্ষিণ)
দরো (শক্ত, দৃঢ়)
দলা (মাটি, এক দলা থাঁউ, একটু তামাক)
দজ্জন (দশ জন)
দলান (দালান)
দাত্ত ্ন (দন্তসমূহ)
দাঁঅরা ডেয়া (পুং বৎস)
দিবাক্ (দিবেন)
দিইয়ুম, দিয়োম্ (দিব)
দুআর (দ্বার)
দুই ভাক্ (দুই ভাগ, দ্বিধা বিভক্ত)
দুৎ (দুধ)
দুঁর দিল (দৌড় দিল)
দুঁরাদুঁরি (দোড়াদৌড়ি, দৌড়িতে দৌড়িতে, অতি সত্বর)
দেআইল্ (দেখাইল)
দেইয়ারে (দেখিয়া)
দোআন (দোকান)
ধুইল্ (ধুলা)
ধোর কাউআ (দাঁড়কাক)
নগ (নখ)
নপারি (না পারিয়া)
ন'স্সার (নমস্কার)
নাইৎ (নাপিত)
নাগ (নাক)
নারগোল (নারিকেল)
নি'স্ত্রণ (নিমন্ত্রণ)
নিলাম্ন পারে (নির্গত হইতে পারে না)
নুকা (নৌকা)
নেআলি (লেপ)
নোআ (নব, নূতন)
নৈদ্দ্য (নৈবেদ্য)
পঅর (আলোক)
পক্কি (পক্ষী)
পরচ্তাপ (প্রস্তাব, গল্প)
পরাণত্ত ্ন (প্রাণাপেক্ষা)
পরাণী, ফরাণী (প্রাণী)
পাঅনা, পা'না (পক্ব)
পা (পদ)
পাইক (পাখী)
পাইক (পদাতিক)
পাইগর লেজ (পক্ষিপুচ্ছ)
পাডী (পাটী, মাদুর)
পাঁডী (পাঁটী, ছাগলী)
পাঁডা (পাঁঠা)
পানি (জল)
পাতাউন্ (পাতাগুলি)
পাতাহিয়ান (পাতাখানা)

পানিভিত্তরথুন্ (জলের ভিতর হইতে)
পানিভাত (বাসি ভাত, ঠাণ্ডা ভাত, জলে-রাখা ভাত)
পাতল্ (পাতলা)
পান্সা (পান্‌সে, পানিসা, জলের মত, স্বাদহীন)
পিআ (পিসা)
পিই (পিসী)
পিড্ (পিঠ, পৃষ্ঠ)
পিডা (পিঠা, পিষ্টক)
পিত্তল (পিত্তল, সাধু শব্দের ব্যবহার)
পিথিঁঈ (পৃথিবী)
পিয়দা, ফিয়দা (পিয়াদা)
পুতুলা, পোতলা (পুতুঁল, পুত্তল)
পুথিয়াইন (পুথিখানি)
পুরান্ (প্রাচীন)
পেড (পেট)
পেডৈত্তর্ (পেটের ভিতর)
পেডৈত্তর্থুন্ (পেটের ভিতর হইতে)
পেডী (পেঁটরা, বাক্স, Trunk)
পেতিহাঁস (পাতিহাঁস)
পোআ, পুৎ (পুত্র, ছেলে)
পোয়াহিউন (ছেলেগুলা, বাচ্চাগুলা)
পোইত্যদিন (প্রতি দিন, প্রত্যহ)
পোইয়া, ফোইয়া (পেঁপে)
পোইর্, ফোইর্ (পুকুর)
পোতলা, পুতুলা (পুতুল, ক্রীড়নক)
পোরুন, ফোরুন্ (পেঁয়াজ)
পোক্ (পোকা, কীট)
প্যাঁওড়া (পিপীলিকা)
ফরাণী, পরাণী (প্রাণী)
ফাক্ (পাক্, পাখা, ডানা, পাখীর ডানা)
ফিচে (বাড়ুন, সুদৃশ্য ও ক্ষুদ্র শতমুখী)
ফিয়দা, পিয়দা, প্যাদা (পিয়াদা)
ফিটকেরি (ফটকিরি, alum)
ফীলেই (প্লীহা)
ফুজ্ (পুঁয, pus)
ফোইর, পোইর (পুকুর)
ফোইয়া (পেঁপে, papaw)
বঅরা (বধির)
বই (বসিয়া)
বইডনি (বঁটী, fish knife)
বউ (বধূ, পুত্রবধূ, স্ত্রী)
বতল (বোতল)
বরই (কুল, বদর ফল)
বরিষাফল, বরিষাহল, বরিষা'ল (শসা)
বকা (বক)
বলা, বোলা (বোল্‌তা)
বয়ার (হাওয়া)
বলী (বলবান্)
বা' (বাসা, পাখীর বাসা, নীড়, পিঞ্জর)
বাইর্‌রৎ পার্গ্যম্ (বাহির হইতে পারিব)
বাই (বাসী, পর্য্যুষিত)
বাইওন (বেগুন)
বাউ (বাহু)
বাক্, বাগর গাত (বাঘ, বাঘের গর্ত্ত)
বাঁডি (বাটি)
বাত্তি (আলো)
বাচ্ছা (স্বর্ণকার)
বালুশ (বালিস)
বাছন্ (বাছা, মিশ্রিত বস্তুদ্বয়কে পৃথক্ করা)
বিঅরাম্যা (রোগী)
বিউস্‌সুৎ (বৃহস্পতি)
বিচৈন্ (ব্যজন)

বিজলী (বিদ্যুৎ)
বিরিষ (বৃষ)
বিল (মাঠ)
বিলেই, মিউর (বিড়াল)
বুগ (বুক, বক্ষঃ)
বুগগা (বুকটা)
বুঝর্ (বুঝিতেছ, বুঝ ধাতু বর্ত্তমানা মধ্যম পুং)
বুদ্ধিৎ ঠার্ দিৎ ন পার্ল্যা (বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে পারিল না, কিছু বুঝিতে পারিল না, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল)
বেঁঅচি, বেঁআচি (বেঙাচি)
বোদ্যো (বৈদ্য)
বোব্ (বোবা, বাক্‌শক্তিবিহীন)
বোঁর্ (ভ্রমর)
বৈডক্‌খানা (বৈঠকখানা)
ভইন (ভগিনী)
ভইন ভাইন (ভগিনী প্রভৃতি)
ভাইনা (ভাগিনেয়)
ভাইনি (ভাগিনেয়ী)
ভাইর্ (ভার, ঝুড়ি, বোঝা)
ভাল্লুক (ভালুক)
ভেরা (ভেড়া)
ভাই ভাই (ভাসিয়া ভাসিয়া)
ভালা (ভাল, উপকার)
ভালা বাস্‌ত্যো (ভালবাসিত)
মঙ্গল (মঙ্গল)
মইক্কা (ভুট্টা, maize
মটা (মোটা)
মরা (মৃত)
মরা মাছিউন্ (মরা মাছিগুলি)
মশরি (মশারি)

মরিচ (লঙ্কা)
মাডি (মাটি)
মারি (মাড়ি)
মারিত্তারে (মারিতে পারে)
মাছ্যতা (মাছি মারিবার জন্য কৌশলে নির্ম্মিত যষ্টিবিশেষ)
মার্গ্যি (মারিয়া ফেলিয়াছি)
মাকর্ (মাকড়সা)
মাথা খাঁওরার্ (মাথা কামড়ানি, শিরোবেদনা, শিরঃপীড়া)
মিউর (বিড়াল)
মিউরচ্চা (বিড়াল বাচ্চা)
মিডা (মিঠা, মিষ্ট, গুড়)
মু (মুখ)
মুঅর্‌ত্তর্ (মুখের ভিতর)
মুআ (মেসো)
মুঅই (মাসী, মাতৃস্বসা)
মেজ (Table)
মোঁআছিপুক্, মধুপুক্ (মধুমক্ষিকা)
ম্যাগ (মেঘ)
যঅন্ (যখন)
যুদ্ধ বাজ্জিল্ (যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধ লাগিল)
যেঁঅন (যেমন)
যেঁঅন এঁঅন বীর নয় (যেমন তেমন অর্থাৎ সাধারণ বীর নহে)
যেঁঅর ডাঁওর কাম কর্গ্যা (যেমন ডাগর অর্থাৎ বড়, অর্থাৎ প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়াছ)
যেইতে হেইতে (যে-সে, যে-কোনও ব্যক্তি)
রাক্ষ্যস্ পেটুক, লোভী)
রাইত্ (রাত্রি)

রাজা বানাই দিয়োম্ (রাজা করিয়া দিব, বড়লোক করিয়া দিব, রাজা পুংলিঙ্গ শব্দ হইলেও এখানে উভয়লিঙ্গ)
ঐ রাজারৎ কেঁঅন কর্‌ল্য ? ঐ রাজার অনুচরবর্গ কি করিল ?)
রাজার বারির মিক্কা (রাজার বাড়ীর দিকে)
রাদ্‌হাঁস (রাজহাঁস)
রোইবার (রবিবার)
রোউন (রশুন)
রোজ্জার (রোজগার)
লাই (ঝুড়ি, টুকরি ; এই লাই নামক টুকরীর গঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ; নরম বাঁশ দিয়া তৈয়ার ও বেত দিয়া বাঁধা হয় এবং হাতে ধরিবার সুবিধার জন্ম এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেত্রনির্ম্মিত হাতল দেওয়া হয় ; চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলেই এই লাই পাওয়া যায়)
লাডম্ (লাঠিম)
লাডি (লাঠি, যষ্টি)
লাঁওল (লাঙ্গল)
লিচি (লিচু)
লুতি (হাম, measles)
লুন (লবণ)
লোআ (লৌহ)
লোগ্‌গী (দাঁড়, Oar)
লোডা (লোটা, ঘটী)
লৌ (রক্ত)
বকা (বক)
শরীল (শরীর)
শঙ্ক (শঙ্খ, Conch)
শিশির (সিসি)
শুতার (সূত্রধর)
স'ই (সিম)
স'রে (সবেরে, প্রাতে)
সতাম্যামি (সয়তানী)
সাঅন (সাবান)
সাউ (সাগু)
সিঙ্গ (সিংহ)
সির্‌ভল, সির্‌ফল্ (শ্রীফল, ছোট বেলকে সির্‌ফল বলে ; বড় বেল "বেল" ; সঙ্কীর্ণার্থতা, Specialization)
সুআরি (সুপারি)
সুরোতা (যাঁতী)
সোরাতা (হস্তিশুণ্ড)
সোয়ামী (স্বামী)
হঅনী (চিরুণী)
হইয়ে (হইয়াছে)
হইরে (সরিষা)
হউদ্র (সমুদ্র, অন্ধসংস্কার-প্রবৃত্তি, False Etymology)
হক্কল (সকল)
হক্কলর হেষ (সকলের শেষ)
হক্কলুন্‌রে (সকলকে)
হঙ্গে (সঙ্গে)
হন্দর (সুন্দর)
হন্দরী (সুন্দরী)
হন্দুক (সিন্ধুক, বাক্স, safe)
হনিবার (শনিবার)
হস্ত (টাটকা)
হপ্তা (সপ্তাহ)
হরাই (বাসন)
হরিং (হরিণ)
হ'র্ (হইতেছে)
হাঅস্তা (সস্তা, cheap)

হাড্ডী (ঘাড়, স্কন্ধ, গ্রীবা)
হাঁডু (হাঁটু)
হাঁচা (সত্য)
হাঁচা মিছা কথা (মিথ্যা তামাসা, কল্পনা)
হাজার গোয়া (হাজারটা)
হাতীভা (হাতীটা)
হাত্তোয়া (সাতটা)
হাৎ দিনর দিন (৭ম দিবসে)
হাপ (সাপ, সর্প)
হারাগায়ে (সর্ব্বশরীরে)
হারেঁয়া (পানিবসন্ত, Chicken pox)
হাঁও (সাঁকো, বংশনির্ম্মিত)
হিঁওর (শিকড়)
হিঁওল (শিকল)
হিজ (শয্যা)
হিয়াল (শিয়াল)
হিয়ালর গাত (শিয়ালের গর্ত্ত)
হিঁয়ত, হেডে (সেখানে)
হিবা (সেটা, সে)
হিয়ান (সেইখান, সেটা)
হিয়াওল্লা (সিয়ালটা)
হিয়াল্লত্তে (শিয়ালেতে অর্থাৎ শিয়ালের পেটে)
হুওর (শুকর)
হুনা (শুষ্ক)
হুনা খের (শুষ্ক তৃণ)
হুনি মাছ (শুষ্ক মৎস্য)
হুক্কর বার (শুক্রবার)
হুঁইচ (সূচ, ছুঁচ)
হুড়ুম্ (মুড়ি)
হুদা (শুধু, কেবল, সর্ব্বদা)
হুন্দি (তাহা দিয়া)
হুনিআরে (শুনিয়া)
হেডে, হিঁয়ৎ (সেখানে)
হেই সমৎ (সেই সময়ে)
হেই তার ভেত্তুন (তাহাদের পক্ষ হইতে)
হেইতার্ লাই (তাহাদের জন্য)
হোউর (শ্বশুর)
হোউরী (শাশুড়ী)

অতঃপর কিঞ্চিৎ ভাষার আদর্শ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আদর্শস্বরূপে কতিপয় প্রবচন ও দুইটি প্রচলিত গল্প সংগৃহীত হইল। তালিকাধৃত প্রবচনসমূহের অধিকাংশই মহানুভব এণ্ডার্সন সাহেবের প্রবচন-সংগ্রহে আছে। তবে তিনি প্রবচনগুলির ভাষা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ১৩১০ সালের প্রকৃতি নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় দেখিলাম, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়ও এই প্রকার ভাষার পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রবচন-সংগ্রহের উপদেশ দিয়াছেন ও কতিপয় প্রবচন সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এ প্রকার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহি। মূল পরিবর্ত্তন না করিয়া অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলেই প্রবচন সাধারণের বোধগম্য হইবে।

কতিপয় চট্টগ্রাম-প্রবচন

১। অল্প মনুষ্য'ইয়া জঁইদারি পায়। কানর গুরিত্ কলম গুজি ভাঐয়া নাচায়॥
(সামান্য লোকে জমিদারী পাইলে কানে কলম গুজিয়া বালক নাচায়)।

২। অভাগা চোরা যেই বারিজ্জায়। হ'লে কু'রে ডায়ে নয় রাৎ পোয়ায়॥ (দুর্ভাগ্য চোর যে বাড়ীতে যায়, সে বাড়ীতে হয় কুকুরে ডাকে, না হয় রাত্রি পোহায়)

৩। আর'লা চৈলর মদ্দির দোআন॥ (আকাঁড়া চাউলের দোকান বাজারের মধ্যস্থলে। সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কেহ বড়লোক হইলে, এই প্রবচন ব্যবহৃত হয়।)

৪। আদরর কলা বাক্‌লো ভালা॥ (আদর করিয়া যদি কেহ খোসা সমেত কলা খাইতে দেয়, তাহাও ভাল।)

৫। আঁতরে তিতা কানরে কচু চোগরে তেল। হেই থানৎ ন অইলে বোদ্যোর বারিৎ গে'ল্॥ (পাকস্থলীর [আঁৎ] পীড়ায় তিক্ত বস্তু, কর্ণের পীড়ায় কচু ও চক্ষুরোগে তেল ব্যবস্থা করিবে। এই তিন উপায়ে ফল না পাইলে বৈদ্যের বাড়ীতে যাইতে হইবে॥)

৬। আইলেও লোক্কি গেলেও বালাই। (অনুরাগহীন অভ্যর্থনা)।

৭। আবাতি কাট্টোল জারিৎ দেওন। (ইচোড় পাকাইতে দেওয়া —"The jack fruit is raw, put it under straw."—Anderson).

৮। আবাতি কালৎ অনন্তর ব্রৎ। (অকালে অনন্ত [চতুর্দ্দশী] ব্রত)।

৯। আদাচুরণীর মনৎ গুদ্‌গুদি। (যে রমণী আদা চুরি করে, তাহার মনে শান্তি থাকে না)।

১০। আদা বেচে গাদা। মিডা বেচে হারামজাদা॥ (আদা শুকাইলে ওজনে কমে, সুতরাং যে আদার ব্যাপার করে, সে বুদ্ধিহীন (গাধা)। গুড় বিক্রীত না হইলে তাহার সহিত অন্য দ্রব্য মিশাইয়া ওজন বৃদ্ধি করা যায়, সুতরাং গুড়-ব্যবসায়ী অতি দুষ্ট-প্রকৃতির লোক—হারামজাদা)।

১১। আউন কাঅর দি ঢাই রাইম্‌ পারে। (আগুন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না।)

১২। আগৎ জঁআইয়ে কাট্টোলো ন খায়। হেষৎ জঁআইয়ে ভোতাও তোয়াই ন পায়॥ (আগে জামাই কাঁটালও খায় না। শেষে জামাই ভোতাও খুঁজিয়া পায় না—Familiarity breeds contempt)।

১৩। আওয়া পাতৎ ঠাডার ন পরে। (উচ্ছিষ্ট পত্রে বজ্রপাত হয় না)।

১৪। আঁধা আতুর ভেঁউর—হেই তিন সয়তানর লেঁউর। (অন্ধ, খঞ্জ ও কুব্জ, এই তিনটি সয়তানের লেজ)।

১৫। আঁধাকালা কোলভেঁউর গোদর অন্ত নাই। তিন শ বিরাশী বুদ্ধি যার এগ চোক নাই॥ (অন্ধ, বধির, কুব্জ ও পঙ্গু ব্যক্তির অন্ত পাওয়া যায় না। আর যাহার এক চক্ষু নাই, তাহার ৩৮২ বুদ্ধি, অর্থাৎ সে ব্যক্তি অত্যন্ত কুটিল)।

১৬। উইয়র পোঁদৎ ফইর্ গাছাইলে আঁআশ ছুইত্ চায়। (উই পোকার পাখা গজাইলে সে আকাশ স্পর্শ করিতে চায়।)

১৭। উওট্টাইল্যার হৈলদ্ দৃষ্টি। (পুকুরে মাছ ধরিবার সময়ে যে সকল লোককে ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার জন্য জালি নামাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহাদিগকে "উওট্টাইল্যা" বলে। তাহারা সাধারণতঃ 'শ'ল' অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্যে দৃষ্টি রাখে।)

১৮। উজ্জা আঁউলে ঘিরিৎ ন উডে। (সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।)

১৯। উত্তরে বাগ দইনে রাগ। (বাড়ীর উত্তরে বাগান ও দক্ষিণে মুক্ত স্থান রাখিবে।)

২০। এগে ত ডোমর পোআ, তাত্তে পোন্দৎ গু। (বিবাহবিষয়ক প্রবচন। একে নীচকুলে জন্ম, তাতে গুণহীন।)

২১। এগ দুখর দুক্কী আঁই গাঙ্গর কুল্যা বারী। এগ দুক্কর দুক্কী আঁই কোচ্যা কালৎ রারী॥ এগ দুক্কর দুক্কী হই আঁই করজ্জধারি। এগ দুক্কর বুরা আঁই হেযে বিয়া করি॥ (আঁই—আমি। গাঙ্গর কুল্যা বারি—নদীতীরস্থ গৃহ। কোচ্যা কালৎ রারী—অল্প বয়সে বিধবা। করজধারী—ঋণী। বুরা—বৃদ্ধ।)

২২। এরিও ন দে, বেরিও মারে। (অধিক সম্পত্তি ছাড়িতেও পারে না—সম্পত্তি ত্যাগ না করায় সর্ব্বনাশও হয়)।

২৩। ও পাগ্‌লা হাঁও ন লারিস্। ভালাও ত মনে করালি॥ (ও পাগলা, সাঁকো নাড়িস না—ভাল কথা মনে করালি। ছোট ছোট খাল পার হইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে সুপারি গাছ, বাঁশ প্রভৃতি দিয়া সাঁকো প্রস্তুত করা হয়। তাহার উপর দিয়া অতি কষ্টে যাতায়াত চলে। এক পাগলের কর্ম্ম ছিল, কেহ সাঁকোতে উঠিলে সাঁকোটা নাড়া দিয়া কৌতুক দেখা। তাহাকে সাঁকো নাড়িতে নিষেধ করায় তাহার বিস্মৃত কর্ত্তব্য মনে পড়িয়াছে!)

২৪। কাউ তলে কাউ মাহাঙ্গা। (কাউ একপ্রকার অম্ল-মধুর ক্ষুদ্র ফল।)

২৫। কাউআর বাআৎ কুইল্যার ছা। জার ছা তার রা॥ (কাকের বাসায় কোকিলার ছানা হইলেও সে কোকিলের মত শব্দ করে।)

২৬। কেছুআ তুল্‌তে হাপ উডে। (কেঁচো তুল্‌তে সাপ)।

২৭। কানর সোনায় কান কাডে। (কাণের সোনাতেই কাণ কাটে।)

২৮। কলারে মলা হলই্ দরে ছাই। বোউঅরে সেবিলে পুতরে পাই॥ (কলা গাছে মাটি ও হলুদ গাছে ছাই দিলে গাছ ভাল হয়। আর বধূমাতার মন যোগাইলেই পুত্র আপনার হয়।)

২৯। কেণ্ডা দি' কেণ্ডা খোয়ান। (কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা)।

৩০। কোলৎ মরে পৈষ্য ন দে। (মাতৃস্নেহ এরূপ অন্ধ যে, পুত্র না খাইতে পাইয়া কোলে মরিবে, তাও ভাল, তথাপি পরকে পোষ্য পুত্র করিতে দিবে না।)

৩১। কাউআর মুখৎ হিন্দুর্গ্যা আম। (কাকের মুখে সিঁদুরে আম।)

৩২। কুউরর পয়াণে ঘিরিৎ ন জারে। (কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না।)

৩৩। কার হরাদ কনে করে। বাঁঅন বেডা খোল কাড়ি মরে॥ (কার শ্রাদ্ধ কেবা করে—বামুন বেটা (কলার) খোল কেটে মরে।)

৩৪। কাণ কাড়া কই মাছে তাল গাছ বায়। পোচরা মু'খান লই দরবারত্ যায়॥ (কাণ কাটা কই মাছ তালগাছে উঠে। কুৎসিত মুখশ্রী লইয়া লোকে দরবারে যায়॥)

৩৫। কেঁড়ি কুউরর ঘেড্‌ঘেড়ি বেশি। (থেঁকী কুকুরে ঘেউ ঘেউ করে বেশী।)

৩৬। কুউররে ঘিভাত দিলে বাইৎ করি মরে। গাবুররে পিরা দিলে চিৎ অইয়া পরে॥ (কুকুরকে ঘি-ভাত দিলে বমি করিয়া মরে। মজুরকে পিঁড়া দিলে বসিতে জানে না বলিয়া চিৎ হইয়া পড়ে।)

৩৭। কাউঅর উঅর কাঁআন দাবান। (মশা মারিতে কামান দাগা।)

৩৮। কুউরে কাণ্ডাইলে আণ্ডুর হেডে। (কুকুরে কামড়াইলে হাঁটুর নীচে।)

৩৯। কুউরে কাণ্ডায় তারেও কি কাণ্ডাইব না ? (কুকুরে কামড়াইলে তাকেও কি কামড়াইতে হবে ?)

৪০। কলা দি' পোলা ভারান। (কলা দিয়ে ছেলে ভুলান।)

৪১। কা'তর বুদ্ধি আঁতৎ। বাঁঅনর বুদ্দি দাঁতৎ॥ (কায়স্থের বুদ্ধি গভীর। বামুনের পেটে কথা থাকে না। কায়স্থ কাহাকেও মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সরলচিত্ত—পেটে কথা রাখে না।)

৪২। খাড়ি দিম পার, পৈররে নিন্দা। (লোকের উপকারের জন্য একটা গর্ত্ত কাটিয়া দিতে পার না, পরে পুকুর কাটিয়া দিলেও তার নিন্দা কর।)

৪৩। খাল কাড়ি কুঁইর ঘল্লান। (খাল কেটে কুমীর আনা।)

৪৪। খাই দাই থাইলে তারে কয় ধন।
মরি ধরি থাইলে তারে কয় জন॥ (সুস্পষ্ট)

৪৫। খাওনর সময় বারো ভাই। পোআ লওনর সময় কেঅ নাই॥ (সুস্পষ্ট।)

৪৬। গীতর আগৎ কুনকনি। ঝরর আগৎ পিনপিনি॥ (গীতের পূর্ব্বে স্বর ভাঁজা হয়—ঝড়ের পূর্ব্বে নিস্তব্ধতা থাকে। প্রত্যেক ঘটনারই পূর্ব্বে সূচনা পাওয়া যায়।)

৪৭। গাছৎ কাট্টোল ওডৎ তেল। (গাছে কাঁটাল, ঠোঁটে তেল।)

৪৮। গাছে ফলর ভর ধরে। ফলে গাছর ভর ন ধরে॥ (স্পষ্ট।)

৪৯। ঘাডৎ আই নুকা ডুবান। (ঘাটে আসিয়া নৌকা ডুবান।)

৫০। ঘাড্ পারইলে ঘাড্যা হালা। (ঘাট পার হইলে ঘাটিয়া শালা।)

৫১। ঘর বাঁধিব মুর্গ্যা—গো কিনিব টুর্গ্যা। বিয়া করিব কালা—তোই গিরস্তর ভালা॥ (ঘর করিবে ছোট—গরু কিনিবে ছোট। স্ত্রী করিবে কাল—তবে গৃহস্থের ভাল॥)

৫২। চোরয়ে কয় চুরি কর্, গিরস্থয়ে কয় হজাগে থাক্।

৫৩। চুঁউট্টা দিলে ভুঁাউট্টা খায়। (চড়টা মারিলে কিলটা খাইতে হয়।)

৫৪। চোর ধাইলে বুইধ বারে।

৫৫। চোথ খাড়িলে ছুনিয়া আন্ধার। (চোথ মুদিলে পৃথিবী অন্ধকার।)

৫৬। চাল্ল্যা বেচনি দোলায় চরে—কন্নান কন্ দেশ পুছার করে॥ (যে রমণী বাজারে চালতা বিক্রয় করে, সর্ব্বস্থান তাহার পরিচিত, কিন্তু দোলায় চড়িলে সে জিজ্ঞাসা করে, কোন্টা কোন্ দেশ। অবস্থার উন্নতি হইলে পূর্ব্বের খারাপ অবস্থা গোপন করে।)

৫৭। চোর গোটার বারী ভাক্। (কাঠ বিড়ালের বাড়ী ভাগ।)

৫৮। চোথে আর কানে ছয় মাসর পথ।

৫৯। চেষ্টা অস্তে, দুরু খণ্ডে।

৬০। ছাঅলে কয় পরাণে মৈলাম। গিরস্তে কয় আলুনি খাইলাম॥ (উভয় পক্ষে অসুবিধা।)

৬১। ছোয়াদির লাই দুর্গোৎসব বাঙ্গি ন থাএ॥ (পানে খাইবার চুণের অভাবে দুর্গোৎসব বাকী থাকে না।)

৬২। ছুলুকর না পাহারর উঅর্ দি চলে। (একমতে যাহারা কাজ করে, তাহাদের নৌকা পর্ব্বতে চলে।)

৬৩। জরর তায় পানি পিওন। (জরের তাপে জল খাওয়া।)

৬৪। ডুব মারি পানি খাইলে এগাদশীর বাপেও ন জানে।

৬৫। ডেয়া গরুয়ে বাগ ন চিনে। (বাছুরে বাঘ চিনে না।)

৬৬। ডোমর (মৎস্য-ব্যবসায়ীর) গো, বাঁঅনর না।

৬৭। ঢেইৎ বারা পৈরৎ পানি। জোঁআইর পোআর ভাত ছোয়ানি॥ (ঢেঁকিতে ধান, পুকুরে জল—জামাতার পুত্রের অন্নপ্রাশন।)

৬৮। ঢেঁই সর্গৎ গেলেও বারা বাঁধে।

৬৯। তিন মাইয়্যা পোআ জিঁয়ৎ। কাজির দরবার হিঁয়ৎ॥ (যে স্থানে তিন রমণী একত্র হইবেন, সে স্থানে কাজির দরবার বসিবে—অর্থাৎ নানাবিষয়ক আলোচনা হইবে।)

৭০। তেল ন দি মচ্মচ্যা ভাজা।

৭১। তোতার চোখ, বাদরর মু। (কখনও স্থির থাকে না।)

৭২। তার লাই এগ আঁডু পানিয়ামিলে তে এগ্গলাৎ লামিব। (দুরে সরিয়া যাইবে।)

৭৩। তুই দিয়ারে মুই দিয়া। (তুমি আগে দিলে আমি পরে দিব বা তুমি দিলেই আমার দেওয়া হইল।)

৭৪। তিন লারায় সুআরি সোনা তিন লারায় নারগাল টেনা। তিন লাড়ায় সির্‌ফল বেল তিন লাড়ায় গিরস্ত গেল্। (তিন বার নাড়িয়া পুঁতিলে সুপারি গাছে সোনা ফলে। তিন নাড়ায় নারিকেল গাছ নষ্ট হয়। তিন নাড়ায় বেল গাছ ভাল হয়। কিন্তু তিন নাড়ায় অর্থাৎ তিন বার বাস-পরিবর্ত্তন করিলে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ।)

৭৫। তোঁআর নেক্ হওদাগর—তুঁই হও না ধনকাতর ? (তোমার স্বামী সদাগর—তুমি কেন হও ধনকাতর ?)

৭৬। দেইয় পারে যারে—হাঁডিৎ ভেঙ্গায় তারে। (যারে দেখ্‌তে নারি, তার হাঁটন খারাপ।)

৭৭। দেশী ভাই জিঁয়ৎ—কথা ন কইও হিঁয়ৎ। (Where your neighbour you find, Beware to speak your mind—Anderson.)

৭৮। দাতাত্তূন কির্‌পণ ভালা ত্বরিৎ জোআব যার। (দাতা চেয়ে কৃপণ ভাল, শীঘ্র জবাব যার।)

৭৯। দেশৎ নাই জিঁয়ান—বোউঅর হাদি হিঁয়ান। (দেশে নাই যা—বউএর সাধ তা।)

৮০। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা কাছে বৈসে ঠেসে। কথা দিয়া কথা লৈ প্রাণ বধিব হেযে॥

৮১। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা দীঘল ঘোঁঅডা নারী। দাঁঅর (জলজ উদ্ভিদের) তলর (নিম্নের) শীতল জল এ তিন পরাণর অরি॥

৮২। নিজর ইজ্জৎ নিজে রাগে (রাখে)। কাডা কাণ চুল দি ঢাগে (ঢাকে)॥

৮৩। নোআ নোআ (নব নব) বাঁঅরী (অলঙ্কারবিশেষ) নোআ নোআ রং। পুরাণ অইলে বাঁঅরী গলা ঢং ঢং॥

৮৪। নাইৎ (নাপিত) দেইলে (দেখিলে) নগ্‌গুনি বাড়ে।

৮৫। নেক্ পাইয়ে যে কত নয়—কাচ বাঁঅরীও তোয়ায়। (স্বামী জুটিয়াছে—এই যথেষ্ট, আবার বালা চুড়ি চায়।)

৮৬। নাইতা কয় 'আই', কাঁআরিয়া কয় 'তাই'। বাস্তা কয় পরু, এ কথা যে পৈত্তায় তার বাপেও গরু॥ (নাপিত বলে "আসি," কামার বলে "তাই" (আগুন), স্বর্ণকার বলে 'পরশু,' এ কথা যে বিশ্বাস করে, তার বাপ গরু।)

৮৭। মা গুণে পোআ ভুঁই গুণে রোআ।

৮৮। যে মিকার ঝড়, হে মিকার জোঁইর। (যে দিকের ঝড়, সেই দিকের ঝাঁপ। বাঁশ ও পাতা দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থ মস্তক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিলম্বিত এক প্রকার ছাতা তৈয়ার করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে গরীব লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'জঁইর'।)

৮৯। হাতর ডিমাত্তুন ঝাড়র পাইখও ভালা নয়।

৯০। হিন্দুর দাড়ি, (১) মুসান্নার নারী, (২) গাঙর কুল্যা বাড়ী, (৩) মুড়ার কুল্যা গাই, (৪) চাইর্ কথার পৈত্তয় নাই।

(১। কারণ, ক্ষৌর কর্ম্ম-নিষিদ্ধ নহে। ২। পুনরায় তালাক ও শাদী হইতে পারে। ৩। নদীর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। ৪। বনের ধারে গাই থাকিলে বন্য জন্তুতে লইয়া যাইতে পারে।)

৯১। বেইমানর নিঅঁস্তন অঁাচাইলে সিদ্ধি।

৯২। হক্কলে যদি বৎ (ব্রত) করে নৈদ্দ্য (নৈবেদ্য) খাইব কনে?

৯৩। হাত্তিয়ার আঅনা নয়, কোডাল (পুলিস) নয় মিতা। ঘরর স্ত্রী আঅনা নয়, ন কইও নির্ণয় কথা॥

৯৪। পাইক আইয়ক্ ফিয়দা আইয়ক্, অঁাই কেও না। ভেড্ আইয়ক্, বেগার আইয়ক্, অঁাই জঁইদারর মা॥ (পাইক পেয়াদা আসিলে আমি কেহ নই; উপঢৌকনাদি আসিলে আমি জমিদারের মা।)

৯৫। পাঁডারে কাডে পাঁডায়ে হাসে। পাঁডায়ে কয় তোর লাইও মগদেশ্বরী আছে॥ (মগধেশ্বরীর নিকট পাঁঠী বলিদান হয়।)

৯৬। ইঁইচে ভাঙ্গিব কাজে কুড়াইল লাগান। (স্থচের কাজে কুড়াল লাগান।)

হেঁয়ালি

১। এগ হৈলর দুই মাতা, হৈল গেল্ গৈ্য কৈলকাতা। (একটা শ'ল মাছের দুইটা মাথা—শ'ল মাছ চলে গেল কলিকাতা)—নৌকা।

২। রাজা ভাত খায়, দুআ পোআ চাই খায়।—হাঁটু।

৩। রাজার পইরস্তর ইচুরার ভরা। এক্কই টিপ মাল্লে বেয়াগগুন্ মরা॥—নেবু। (রাজার পুকুরের ভিতরে চিঙড়ি মাছ ভরা। একটি টিপ মারিলেই সবগুলিই মরা॥)

৪। রাজার ঘাণ্ডা দুয়ারৎ বরই গাছ ঝিকিমিকি করে। রাজা আইয়ের বাদসা আইয়ের থিয়েই সালাম করে॥—দুর্গাপূজা। (রাজার লাছ দুয়ারে কুলগাছ ঝিক্‌মিক্ করে। রাজা আসুক বাদসা আসুক দাঁড়াইয়া প্রণাম করে॥)

হাজার মারার পরচ্‌তাপ্

উগ্‌গা কুম্‌গ্যা বুরা আছিল্। তে কন কাম করিত্ ন জানত্যো; বই বই থাঁউ খাইত্য। হারা গায়ে তার উগ্‌গা পেড্ আছিল্। এক্কান চাঁচ্ লোই এক্কোরে ডাওয়া আল্যাউআ

একজন অলস (কুঁড়ে) বৃদ্ধ ছিল। সে কোনও কাজ করিতে জানিত না। বসিয়া বসিয়া তামাক খাইত। সারা গায়ে তার একটা পেট মাত্র ছিল। একখানা মাদুর নিয়ে সর্ব্বদা ডাবা (হুঁকা) হাতে এক ছিলিম তামাক

এগ্ দলা থাঁউ লোই হুদা থাঁউ টান্‌ত্যো। তাস্তে একান মাছ্যাতা আছিল্। তে বই বই মাছি মার্‌ত্যো। এগ্ দিন বেয়াক্ মরা মাছিউন্ গোনি চাইআরে তার বোউঅরে কোইল্ যে দেখ্যনি? কোতুগ্‌গা মাছি মার্গ্যি? ও বাবু গোনি চাইলাম যে, ওম্মা! হাজার গোয়াঅ'ল্। তার বউয়ে ক'ল্ "হইব অ'নে, বই থাঁউ খ। কাম ন থাইলে ধানে আর চোইলে অঁত্তর করি বাছুন।" তে কইল্ হাঁচামিছা কথা নয়! তুঁই রাজার বারিৎ জাই ক'গৈ হাজার মারা আস্থে। তোই আঁ'রে ডাইব। তার বোউএ ক'ল্, অ'নে বই পানি ভাত চাইর্‌গোআ খাইআরে থাঁউ খ'গে। তে ক'ল্, তুঁই ন বুঝর্, আগে জাই হেডে ক'গৈ; তোই যদি কিছু টেয়া দে হুঁন্‌দি তোঁআরে রাজা বানাই দিয়োম্।

বউএ তার হঙ্গে কনর'মে নপারি রাজার বারিৎ গে'ল্। রাজারে কইল্, হাজার মারা আস্থে; যদি আঅনাস্তে লাগে, অাঁ'র বারিৎ আছে আনিবাক্। হেই সম'ৎ হেই রাজার হঙ্গে আর এগ্ রাজার হঙ্গে যুদ্ধ বাজ্জিল্। রাজা কয়েজ্জে, তহ'লে ত কুব ভালা হয়ে, তে যদি এগ্ জনে হাজার জন মারিৎ তারে, তহ'লে আঁ'স্তে আর কিয়ৎ লাইব? এই বুলি তাইরে কইল্ যে, তুঁই তারে আঁ'র কাছে লই আইও। তাই যাই তাইর সোয়ামিরে কইল্ গৈ আর তে রাজার বারিৎ আইল্।

রাজা কয়েজ্জে, হাজারমারা তোঁআস্তে কি কি লাইব? আর অন্য মানুষ ক'ট্টা লাইব আঁ'রে ক' আঁই একুনু দিয়োম্। হাজারমারা কয়েজ্জে, আঁ'স্তে আর কিছু লাগ্‌ত নয়; কেঅল উগ্‌গা ঘোরা লাইব। রাজা কয়েজ্জে, আঁ'স্তে এ'ট্টা ঘোরা আছে তুঁই উগ্‌গা তোঁআর মন্‌মত্ বাছি লই আইও। হাজারমারা কেঁঅন কইল্ল্যা? ঘোরার ঘরৎ যাই

নিয়ে কেবল তামাক টানিত। তাহার নিকট একটা মাছিমারা লাঠি ছিল। সে বসিয়া বসিয়া মাছি মারিত। এক দিন সমস্ত (বেবাক) মরা মাছি গণিয়া দেখিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "দেখ্‌ছ না? কতটা মাছি মারিয়াছি। গণিয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, হাজারটা হইল।" তার স্ত্রী বলিল, "তা হ'তে পারে, বসিয়া তামাক খাও। কাজ না থাকিলে ধান ও চাউল একত্র করিয়া বাছিতে হয়।" সে বলিল, "মিথ্যা তামাসা নহে। তুমি রাজার বাড়ীতে গিয়া বল যে, হাজার-মারা আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে ডাকিবে।" তাহার স্ত্রী বলিল, "এখন চারিটি বাসি ভাত খাইয়া তামাক খাওগে।" সে বলিল, "তুমি বুঝিলে না; আগে গিয়া সেখানে বলগে; তাহা হইলে যদি কিছু টাকা পাই ত তাই দিয়া তোমাকে রাজা করিয়া দিব।"

তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে কোনও রকমে না পারিয়া রাজার বাড়ীতে গেল। রাজাকে বলিল, হাজারমারা আসিয়াছে। যদি আপনার এখানে দরকার হয়, আমার বাড়ীতে আছে, আনাইবেন। সেই সময় সেই রাজা ও অন্য এক রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা বলিল, তাহা হইলে ত খুব ভাল হয়! সে একজনে যদি হাজার জনকে মারিতে পারে, তাহা হইলে আর আমার পক্ষ হইতে কি লাগিবে? এই ভাবিয়া তাহাকে বলিল যে, তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। সে যাইয়া তাহার স্বামীকে বলিল, আর সে রাজার বাড়ীতে আসিল।

রাজা বলিল, "হাজারমারা, তোমার কি কি দরকার? আর অন্য মানুষ কত লাগিবে? আমাকে বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দিব।" হাজারমারা বলিল, "আমাকে অন্য কিছু লাগিবে না, কেবল একটি ঘোড়া চাই।" রাজা বলিল, আমার যত ঘোড়া আছে, তাহার মধ্য হইতে তোমার মনোমত একটি বাছিয়া লইয়া

ঘোরা চাইত লাইল্। রাজা তারে পত্তম্ খুব বর ঘোরাওয়া যিবা লই যুদ্ধ করে হিবা দেআইল্। তে হিবা দেইআরে কয়েজ্জে, ইবা কি ছুালি ঘোরা? এইর'মে দেআইতে দেআইতে বেয়াগ্‌গুন্ দেআইল্। তার চোকৎ উগ্‌গাও ন লাইল্। হেষে তে চা'তে চা'তে দেইল্ যে, উগ্‌গা তিনঠেঙ্গ্যা ঘোরা ঘায়ে ভরি গেয়ে গৈ। তে কয়েজ্জে., এইবা না ভালা ঘোরা? এই বুলি তে কেঁয়ন্ কইর্ল্যা? কাঅর্ টাঅর্ বান্ধি কইল্ যে, এক্কান লাম্বা দোরি আন্। দোরি আনি দিল আর তে হিয়ান ঘোরার পিডর উঅর দি লটকাই আরে ঠাঁসি বাঁল্ল্যো। বান্দি এগ্‌গুনরে কইল্, আঁ'রে ঘোরার পেডর্ তলে বান্দি দ'। এই র'মে তারে বান্দি দিল আর ঘোরা চল্‌তো লাইল্। তিন ঠেঙ্গ্যা ঘোরা টোট্টেং টোট্টেং করি চল্‌ত লাইল্। যা'তে যা'তে কু-উ-ব্ বেশী দূরে গে'লগৈ আর ঘোরা আছুার বিছুার খাই গরাইতর পোরি গে'ল্। আত্তুন্ তে হিবারে টান্‌ত্যে টান্‌ত্যে কাছু আন্‌লো। আনিআরে আত্তুন্ ঘোরার বুগর তলোদ্দি উডিল্। হিবা আত্তুন্ হাঁট্যো লাইল্। যা'তে যা'তে কোদ্দূর গে'ল্ আর ঘোরা আর যাইন্ন পারে। হিঁয়ান্‌দি লুডি পোইল্। তার পর ঐ রাজ্জারৎ কেঁয়ন ক'র্‌ল্যো?

যুদ্দ কর্‌ত্য আইআরে চায়েজ্জে এইতার ভেত্তুন্ কেঅ নআইয়ে। হেইতাল্লাই তারা অঅমান হইয়ে বুলি বেয়াগ্‌গুন দুই ভাক্ হই গে'ল্‌গৈ। এঁয়নে তারা আঅনে আঅনে যুদ্দ কর্‌ত্য লাইল্ যে ম'ত্তে ম'ত্তে বেয়াগ্‌গুন মরি গেল্। উগ্‌গাও আর বাঁচি ন রইল্। হেশে কেঁঅন কর্‌গ্যে?

হাজ্জারমারা আত্তুন্ ঘোরাৎ করি চা'তে চা'তে চায়েজ্জে যিয়ান্‌দি যুদ্দ হর্ হিয়ান্‌দি

আইস। হাজারমারা কি করিল? ঘোড়ার ঘরে যাইয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। রাজা তাহাকে প্রথমে খুব বড় বড় ঘোড়া, যে ঘোড়া লইয়া যুদ্ধ করে, তাহাই দেখাইল। তাহা দেখিয়া সে বলিল, "এ কি ছাই ঘোড়া?" এই রকমে দেখাইতে দেখাইতে সমস্তগুলিই দেখাইল। তার চোকে একটাও লাগিল না। শেষে সে দেখিতে দেখিতে দেখিতে পাইল যে, একটি তিনপেয়ে (ত্রিপদ) ঘোড়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘায়ে ভরা। সে বলিল, "এই না ভাল ঘোড়া?" এই বলিয়া সে কি করিল? কাপড়চোপড় বাঁধিয়া বলিল, "একটা লম্বা দড়ি আন।" দড়ি আনিয়া দিলে, সে তাহা ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়া লটকাইয়া কসিয়া বাঁধিল। বাঁধিয়া একজনকে বলিল, "আমাকে ঘোড়ার পেটের তলে বাঁধিয়া দাও।" এইরূপে তাহাকে বাঁধিয়া দিলে ঘোড়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে ঘোড়া অনেক দূর চলিয়া গেল এবং তখন ঘোড়া মাটিতে আছাড় খাইয়া গড়াইয়া পড়িল। তার পর সে তাহাকে টানিয়া আবার কাছে আনিল। আবার ঘোড়ার বুকের উপর দিয়া উঠিল। সেটা তখন চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে কতক দূর যাইয়া ঘোড়া আর চলিতে পারে না। সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। তারপর ঐ (শত্রুপক্ষীয়) রাজার লোকেরা কি করিল?

যুদ্ধ করিতে আসিয়া দেখে যে, ইহাদের পক্ষ হইতে কেহই আসে নাই। সেই জন্য তাহারা অপমান আশঙ্কায় নিজেরা সকলে দুই ভাগ হইয়া গেল। তাহারা এইরূপ ভাবে আপনে আপনে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, মরিতে মরিতে সকলেই মরিয়া গেল। একজনও বাঁচিয়া থাকিল না। শেষে কি করিল?

হাজারমারা আবার ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেখিল যে, যে দিকে যুদ্ধ হইল, সে দিকে কেহই নাই।

কেঅ নাই। তে দেইআরে হুঁ-উ-রা-হুঁ-উ-রি আছুার বিছুার খাইআরে ঘোরাত্তুন্ নামি হিয়ান্দি গেল্। যাইআরে বেয়াক মরা মান্‌ষ্যর রক্ত টক্ত কত্তক্‌খাইন্ গায়ে হাতে মাই মরা মান্‌ষ্যর হাতত্তুন্ কিরিচ্‌ এক্‌কান্ লইআরে আত্তুন্ ঐ ঘোরার পেডর তলোদ্দি লট্‌কি আরে ঘোরারে রাজ্ঞার বারির মিক্কা গোরি আন্‌ত্যো লাইল্।

আস্থ্যে আস্থ্যে রাজ্ঞার দেয়ত্ আস্তে, আর হুঁ-উ-রা-হুঁ-উ-রি রাজ্ঞা কোট্টাল আর রাজ্ঞার ক'ট্টা আইল্। বেয়াগ্ গুনে চাইআরে কয়েজ্জে., ওম্মারে মা ইবা ত যেঁয়ন এঁয়ন বীর নয়! তে এজ্জ.নে হক্কলুন্‌রে কেঁয়ন্ করি মা'র্‌ল্য? তারে হক্কলুনে তরাতোরি ঘোরাত্তুন্ লামাইল্। রাজ্ঞা তারে গাওর কাছে আনি কইল্ তুই যেঁয়ন ডাঁঅর কাম্ কর্‌গা তার লাই আঁই আঁ'র রাজ্যর অদ্দেক তোঁয়ারে দিলাম; আর আঁ'র মাইয়ারে তোঁয়ারে বিয়া দিয়োম্।

এই কথা ক'নর ক'দ্দিন পর তারার বিয়া হোই গে'ল্ গৈ। পরচ্‌তাপও ইয়ান্ দি ফুরাইল্। পানিভাতও জু.রাইল্।

গোলবদন হাতীর পরস্তাপ

এগ্ রাজ্ঞার উগ্‌গা হাতী আছিল্। হাতীবে এক্কারে বুরা হই গেইলু। কনো কাম করিম পার্‌ত্য। হাতীভে রাজ্ঞার বড় বেশী কাম কর্‌ত্য। রাজ্ঞাও ইবেরে পরাণত্তুন ভালা বাস্‌ত্যো। এগ দিন হাতীভে মরি গেইয়ে গৈ, আর হিবারে নি' খালকুলত্ পেলাই দিয়ে; এগ্ দিন উগ্‌গা হিয়াল খাওনর তোয়াত্তে তোয়াত্তে কিছু. খাওনর ন পাই ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে হেই খালকূলত্ ঐ মরা হাতিভার কাছুদ্দি যাইত্যো লাগ্‌গিল্। দেইল্ যে, উগ্‌গা হাতী মর্‌গ্যে। হিয়াওল্লা কয়েজ্জে., আজ্জু.য়া না ভালা অইয়ে? এঁঅর্ ডাঁঅর হাতী। ইবায় আঁ'র্ এগ্

সে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আছাড় খাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া সেই দিকে গেল। যাইয়া সমস্ত মরা মানুষের রক্ত-টক্ত খানিক গায়ে হাতে মাখিয়া ও মরা মানুষের হাত হইতে একখানা কিরিচ লইয়া আবার ঐ ঘোড়ার পেটের তলা দিয়া লটকিয়া ঘোড়াকে রাজার বাড়ীর দিকে চালাইয়া আনিতে লাগিল।

আসিতে আসিতে রাজার দেশে আসিলেই রাজা, কোটাল ও রাজার অন্যান্য লোকজন আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল, "ওমা! এ ত যেমন-তেমন বীর নয়! সে একজনে সকলকে কেমন করিয়া মারিল?" তাহাকে সকলে তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামাইল। রাজা তাহাকে গায়ের নিকটে আনিয়া বলিল, "তুমি যেমন বড় কাজ করিয়াছ, তেমনি আমি আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে দিলাম। আর তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিব।"

এই কথা বলার কিছু দিন পরে তাহাদিগের বিবাহ হইয়া গেল। গল্পও এইখানেই ফুরাইল। পান্তা ভাতও জুড়াইল।

এক রাজার এক হাতী ছিল। হাতীটা একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। কোনও কাজ করিতে পারিত না। হাতীটা রাজার বড় বেশী কাজ করিত। রাজাও তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। এক দিন হাতীটা মরিয়া গেল। আর তাহাকে লইয়া নদীতীরে ফেলাইয়া দিল। এক দিন এক শিয়াল খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে কোনো খাদ্য না পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নদীকূলে ঐ মরা হাতীটার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। দেখিল যে,

বচ্ছ.র খাতে যাইব। হিয়াল্লোআ খুসী হই ইবার্ চাইর্ পা'লদ্দি ঘুরত্যো লাইল্। আগে বুদ্ধি কইর্ল্য জে ইবার আগে খালী বুগ্গা খাইয়োম্। এই বুলি তে হাতীর পোঁদদ্দি পেডেত্তর ঘল্লল্গৈ। ঘল্লয়ে আর কতক্ষণ বাদে আর নি'ল্লিন্ন পারে। তে ভাবতে ভাবতে কিছু ঠিক কর্ত্তিন্ন পারি আরে কইত লাইল্ যে, রাজ্জার এত কাম কইর্ল্যাম অ'নে আঁ'র এক্কেনা জ্ব.র অইয়ে আর আঁ'রে এডে পেলাই দিয়ে। হিয়াল হাতীর পেডের্ত্তর থাই ই'ন্ কইত্য লাইল্ রাস্তা দি মানুষ যাতে যেইতে হেইতে হুনে। এগ্ দিন রাজ্জার পাইক্ উগ্গা যা'তে হুন্ল্যো। তে দুঁরা দুঁরি রাজ্জারে কইল্গৈ্য। রাজ্জা হুনি এগ্ বারে পাঅলর্ মত হই হাতীর্ কাছে আইল্। রাজ্জারত্ যে'ট্টা হাতী আছিল্, তার মধ্যে গোলবদনরে পরাণত্তুনো ভালা বাস্ত্যো। রাজ্জা জিগ্গাইল, কি গোলবদন! তোঁআর কি অইয়ে? কি দিলে ভালা অইবা? গোলবদনে কয়েজ্জে, আঁই এত দিন রাজ্জার এত উপ্পার কইর্ল্যাম, অ'নে আঁ'র এক্কেনা জ্ব.র হইয়ে আর আঁ'রে হেডে আনি পেলাই দিয়ে। যদি আঁ'রে বাঁচাইতা চ'ও, ত'অইলে আঁ'র পঁদৎ দশ মন গিরিৎ দও, আর দজ্জ.ন্ বাঁঅন্দি আঁ'র্ লাই চণ্ডীপাঠ করাও। রাজ্জার্তে ইয়ান্ বড় ভার লায়ের্ না? রাজ্জা তড়াতড়ি মন্ত্রীরে কইল্, আর মন্ত্রী বাঁঅন্ দজ্জ.ন্ দি চণ্ডীপাঠ করাইত্য লাইল্। ঘিরিৎ মল্ত্যে মল্ত্যে হিয়াল্ পেডের্ত্তর থাই দেইল্ যে, এবেল্ বাইর্রত্ পাইর্গ্যাম্। এই বুলি হিয়াল্ কইল্, সাবধান্ গোলবদন উডের্। গোলবদন উডের্ বুলি হুন্যে আর দুঁরাদুরি বেয়াগ্গুন্ ধাইয়ে। যাইবার্ সমৎ বাঁঅন্হ'ল্ যাতেগৈ পুঁথিয়াইন্ পেলাই গেইয়েগৈ। হিয়াল কেঁঅন্ কইর্ল্য? হাতীর পেডেরথ্ন্ নী'ল্তে এক্কান্ পুঁথির পাতা লই দুঁর্ দিল্। হক্কলে কয়েজ্জে, গোলবদন ধাইল্ ধাইল্। রাজ্জায়ে বুদ্ধিৎ ঠাঅর দিন্ন পা'র্ল্য।

একটা হাতী মরিয়াছে। শিয়ালটা বলিল, আজ না ভাল হইয়াছে? এত বড় হাতী। ইহাতে আমার এক বৎসর আহার চলিবে। শিয়ালটা খুসী হইয়া তাহার চারি দিক্ দিয়া ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধি করিল যে, আগে বুকটা খাইব। এই বলিয়া সে হাতীর পেটের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার কতক্ষণ পরে আর বাহির হইতে পারে না। ভাবিতে ভাবিতে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল যে, আমি রাজার এত কাজ করিলাম, এখন আমার একটু জ্বর হইল আর আমাকে এখানে ফেলাইয়া দিল। শিয়াল হাতীর পেটের ভিতর থাকিয়া এইরূপ ভাবে বলিতে লাগিল যে, রাস্তায় মানুষ যাইবার সময় যে-সে শুনে। এক দিন রাজার এক পদাতিক যাইবার সময় শুনিল। সে দৌড়িয়া যাইয়া রাজাকে বলিল। রাজা শুনিয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া হাতীর কাছে আসিল। রাজার ভাণ্ডারে যত হাতী ছিল, তার মধ্যে রাজা গোলবদনকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। রাজা জিজ্ঞাসিল, গোলবদন, তোমার কি হয়েছে? কি দিলে ভাল হইবে? গোলবদন বলিল, আমি এত দিন রাজার এত উপকার করিলাম, আর এখন আমার একটু জ্বর হইতেই আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়া দিল। যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমার গুহ্য প্রদেশে দশ মণ ঘৃত দেওয়াও। আর দশ জন ব্রাহ্মণ দিয়া চণ্ডীপাঠ করাও। রাজার পক্ষে এটা ত বড় গুরুভার নহে? রাজা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে বলিল আর ব্রাহ্মণ দশ জন দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইতে লাগিল। ঘৃত মলিতে মলিতে শিয়াল পেটের ভিতর থাকিয়া দেখিল যে, এবার বাহির হইতে পারিব। এই বলিয়া শিয়াল কহিল, সাবধান, গোলবদন উঠিয়াছে। গোলবদন উঠে শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি পলাইল যাইবার সময় ব্রাহ্মণগণ পুথিখানা ফেলিয়া গেল। শিয়াল কি করিল?

হিয়াল্লোয়া এগ্ দিন খালর্ কূলৎ বই হেই পুথির পাতাউন্ কাঁঅরায় আঁচু.রের্ বিচু.রের্। এক্ কুঁইর্ ভাই ভাই আইয়ের্। দেইল্ যে ক'ট্টা বেঙে বেঁবাঁ করের্। তে বুঝিল্ যে পণ্ডিতে পোআ পড়া'র্। তে পানির্‌ত্তর্‌থুন উটি হিয়াল পণ্ডিতর্ কাছে আইল্। পণ্ডিতে কয়েজ্জে, 'আস্থক'। কুঁইরে কয়েজ্জে, কিয়ত্তেন্ বে? হিয়ালে কয়েজ্জে, কোডুয়া পোআ পড়াইর্যোনা। কুঁইরে হুনি খুসী হই কয়েজ্জে, আ'র্‌ত্তে হাত্তোয়া পোআ আছে। একেনা পড়াইৎ পারিবাক্ নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, মন্দ কি? আঁর পোআ বেশী'ইব আনি দিবাক্। কুঁইর্‌গ্যা যাই তার হাত্তোআ পোআ আনি দিল্। হিয়ালে কেঁঅন্ কর্‌ল্য? ঐ কাঅজর পাতা হিয়ান্ লই খাল্-কূলত্ বইআরে পোআ পড়াইৎ লাইল্। হিয়ালে কি পড়াইব? তে দিন দিন উগ্‌গা উগ্‌গা করি কুঁইরর্ পোআহিউন্ খাইৎ আরম্ভ ক'র্ল্য। পোইত্য দিন কুঁইর আই জিগ্‌গাইলে পোআ আজ্জু.আ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, তুঁই পোইত্য দিন ন আইস্ত। তুঁই আইলে পোয়াহ'লে পড়্‌ত্য ন চায়। হেইতারা বেয়াগ্‌গুনে ভালা পড়া কইৎতারে। ইন্ দি তে দিন দিন উগ্‌গা উগ্‌গা খাওনৎ আছে। হাৎ দিনর দিন কুঁইর আস্থে আর জিগ্‌গাইল্ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, পার্গ্যে, আঁ'র পেডের্‌ত্তর্। কুঁইরে কয়েজ্জে, ও বান্দুত্, আচ্ছা! আঁই তোরে খাইয় পার্গ্যম্? ইন্ কইয়ারে কুঁইর্‌গ্যা হেই দিন গেল্ গৈ। আর এগ্ দিন কুঁইর্‌গ্যা কেঁঅন্ কর্‌গ্যে? খালর পানির গাভ্যাদি আই খাঁঅরা টাঁঅরা কতক্‌খাইন্ গাঅর্ উঅর্ দ্দি দি দলামলা হই রোইয়ে। হিয়াল্ পানি খাইবার লাই যঅন্ লাম্যেগৈ ত'ন কুঁইরে তার ঠেং চাইআরে ধর্‌গ্যে। হিয়ালত্তে বড়্ বুদ্ধি। হিয়ালে কয়েজ্জে, তুই কতখ্যাইন খাঁঅরা

হাতীর পেট হইতে বাহির হইয়া একখান পুথির পাতা লইয়া দৌড় দিল। সকলে বলে, গোলবদন দৌড়িল দৌড়িল। রাজা বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে পারিল না।

শিয়ালটা এক দিন খালের কূলে বসিয়া ঐ পুথির পাতাগুলি কামড়াইয়া আঁচড়াইতেছে। এক কুমীর ভাসিয়া ভাসিয়া আসিল। দেখিল, কয়েকটা বেঙ বেঁ বাঁ শব্দ করিতেছে। সে বুঝিল যে, পণ্ডিতে ছাত্র পড়াইতেছে। সে জলের ভিতর হইতে উঠিয়া শিয়াল পণ্ডিতের কাছে আসিল। পণ্ডিত বলিল, "আসুন"। কুমীর বলিল, কি করিতেছেন? শিয়াল বলিল, কয়েকটা ছেলে পড়াচ্ছি না? কুমীর শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল, আমার বাড়ীতে সাতটা ছেলে আছে। একটু পড়াইতে পারিবেন না? শিয়াল বলিল, মন্দ কি? আমার-ছাত্র বেশী হবে। আনিয়া দিবেন। কুমীরটা যাইয়া তাহার সাতটা ছেলে আনিয়া দিল। শিয়াল কি করিল? ঐ কাগজের পাতা কয়খান লইয়া নদীতীরে বসিয়া ছেলে পড়াইতে লাগিল। শিয়ালে কি পড়াইবে? সে দিন দিন এক একটা করিয়া কুমীরের বাচ্চাগুলি খাইতে লাগিল। প্রত্যহ কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, ছেলে আজ পড়া পারে কি? শিয়াল বলে, তুমি প্রতিদিন আসিও না। তুমি আসিলে ছেলেরা পড়িতে চাহে না। তাহারা সকলেই ভাল পড়া বলিতে পারে। এ দিকে দিন দিন এক একটা খাইতে থাকে। সাত দিনের দিন কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসিল, পড়া পারে নাই? শিয়াল বলে—পারিয়াছে, আমার পেটের ভিতর। কুমীর বলে, ও বাকুৎ! আচ্ছা, আমি তোকে খেতে পারিব না? এই বলিয়া কুমীরটা সে দিন পলাইল। আর এক দিন কুমীরটা কি করিল? নদীর জলের ভিতর দিয়া আসিয়া কাঁকড়াটাকড়া কতকগুলো গায়ের উপর দিয়া ময়লা মাখিয়া রহিল। শিয়াল জল খাইবার জন্ত যখন নামিল, তখন কুমীর তাহার পা দেখিয়া ধরিল। শিয়ালের পেটে বড় বুদ্ধি। শিয়াল বলিল, তুই কতকগুলো

ধরি আরে বুঝ্র্যাস্ আঁ'রে ধর্গ্যাস্। কুঁইরে ছনিয়ারে য'ন এড়িদি ধর্ত্যো চায়ের্ হিয়ালে কয়েজ্জে এই তোর মু'ভরি মুতিলাম্।

আর এগ্ দিন বানর পানি উঢ্যে আর কাঁঅড়া টাঁঅরা খাইত্য হিয়ালো গেইয়ে। কুঁইরো গেইয়ে। কুঁইর হিয়ালরে দেইআরে ছেরাই ভেরাইআরে রোইয়ে। হিয়াল যা'তে যা'তে কুঁইরর্ গাতর কাছে গেইয়ে আর দেইল যে হেই কুঁইর্ ইভা। তে স'তান্যামি করি কয়েজ্জে, ঠেং এক্কান ন কুরাইলে ন খাইওম্। তোই কুঁইরে ঠেং এক্কান কুড়ায়। আর একবার কয়েজ্জে, হাত এক্কান ন কুরাইলে ন খাইয়োম্। তোই তে হাত এক্কান কুড়াইল্। ই'ন্ হিয়ালে বুঝিত্তারি কুঁইররে কয়েজ্জে, ও বান্চোৎ তুই আঁ'রে খাতি আস্চ্যস্? এই বারেও তোরে বুর্গ্যা লাড়ি দেআইলাম্॥

চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে তত্রত্য ভাষা শিখিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে অবগত হইয়াছি যে, হাজারমারা ও গোলবদন হাতীর প্রস্তাবের ন্যায় বহু প্রস্তাব সেখানে লোকমুখে প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে কেবল যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সৌকর্য্য ঘটবে, তাহা নহে; উপরন্তু গ্রাম্য সাহিত্যের (folklore) কোঠায় তাহাদের সবিশেষ সমাদর হইবে। কারণ, এই গল্পগুলির এমন একটা বৈশিষ্ট্য, এমন একটা চমৎকারিত্ব, এমন একটা নিজত্ব আছে যে, তাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ভাষার উপরে বহু উপদ্রব হইয়াছে, বহু ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, বহু ভাষার সংঘর্ষে আসিয়া ইহার বর্ত্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে। বহু জনসংঘর্ষ, বহু জাতি-সংঘর্ষ, বহু ধর্ম্ম-সংঘর্ষ, বহু প্রাকৃতিক উপদ্রব লইয়া চট্টগ্রামের ইতিহাস পরিপুষ্ট হইয়াছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান, জৈন-বৌদ্ধ, শাক্ত-শৈব ধার্ম্মিক-নাস্তিক, সকল মতাবলম্বী লোকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ; তন্মধ্যে দ্বাদশ লক্ষাধিক মুসলমান। এই সকল ঘটনা-

---

কাঁকড়া ধরিয়া বুঝেছিস যে, আমাকে ধরিয়াছিস্? কুমীর শুনিয়া যখন ছাড়িয়া দিয়া ধরিবার জন্য দেখিতে লাগিল, তখন শিয়াল বলে যে, এই তোর মুখ ভরিয়া মুতিলাম।

আর এক দিন বানের জল উঠিয়াছে। আর কাঁকড়াটাকড়া খাইতে শিয়ালও গিয়াছে, কুমীরও গিয়াছে। কুমীর শিয়ালকে দেখিয়া ময়লা মাখিয়া থাকিল। শিয়াল যাইতে যাইতে কুমীরের গর্ত্তের নিকট যাইয়া দেখিল যে, সেই কুমীরটা। সে সয়তানী করিয়া বলিল যে, পা একটা না সরাইলে খাইব না। সুতরাং কুমীর একটা পা কুড়াইল। আর একবার বলিল, হাত একটা না সরাইলে খাইব না। অমনি সে হাত একটা কুড়াইল। এইরূপে শিয়ালে বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ওরে দুষ্ট, তুই আমাকে খাইতে আসিয়াছিস্? এ বারেও তোকে লম্বা লাঠি দেখাইলাম।"

বৈচিত্র্য ও ভাবসম্মিলনের মধ্যে একটা ভাষা ও একটা চিত্তচমৎকারী গ্রাম্য সাহিত্য কি-প্রকারে আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। ভাষাটি বাঙ্গালা ভাষা হইলেও ইহার উপর পালি, আরবী, পারসী, মঘী, সকল ভাষা কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পালি ভাষার প্রভাবে অনাদি স্বরের উচ্চারণ, মঘী ভাষার প্রভাবে শব্দাবয়বের সঙ্কীর্ণতা, মুসলমান ভাষার প্রভাবে চবর্গীয় বর্ণসমূহের দন্ত্য উচ্চারণ হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা*

মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়ের সঙ্কলিত সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত ৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" পাঠ করিয়া বহু বাঙ্গালা পুথির পরিচয় পাইলাম এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্যও অবগত হইলাম। এই সমস্ত পুথির মধ্যে বাঙ্গালার প্রাচীন সমাজের সমুজ্জ্বল চিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের সংবাদ, আশা-আনন্দের সংবাদ আমরা এই সমস্ত পুথির মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারি। এ জন্য পুথিগুলির পরিচয়মাত্র যথেষ্ট নহে। যেগুলি অখণ্ডিত ও প্রকাশযোগ্য, সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

এই বিবরণ-পুস্তিকা পাঠ করিয়া, আমার বক্তব্য কয়েকটি কথা লিখিত হইল। ভরসা করি, এ বিষয় অভিজ্ঞগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

(ক) ৪৪১ সংখ্যক পুথির নাম "সীতার দশ মাস।" ভণিতায় লিখিত হইয়াছে ;—

"দশ মাসের দশ ঘোষা লও রে গণিয়া। এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বাণিয়া॥
শ্রীধর বাণিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি। রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি॥"

এই কবি শ্রীধর বানিয়া আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, বোধ হইতেছে যে, ইনিও কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃপর্য্যায়ের লোক। কেন না, রামায়ণ-রচয়িতা কবিও "কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুরারি ওঝার বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, মুরারি ওঝার সাত পুত্র। এই সাত জনের মধ্যে বনমালী একজন। এই বনমালীর পুত্রই কৃত্তিবাস পণ্ডিত এবং ওঝা ঠাকুরের অন্যতম পুত্র মদনের বংশে অন্নদামঙ্গলের বিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্ম। এই জন্যই বলিতে পারা যায় যে, মুরারি ওঝার বংশ কবিত্ব-শক্তিতে বঙ্গ-বিখ্যাত। এখন অনুসন্ধান করা উচিত, এই "শ্রীধর বানিয়া" মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের পুত্র।

স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সা, প, প, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা) দেখা যায় যে, বনমালীর সাত পুত্র। ঐ প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তক হইতে কৃত্তিবাসের যে "আত্মবিবরণ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ আত্মবিবরণে লিখিত আছে,—

"মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস। ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি। শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর। আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥"

এই "আত্মবিবরণে' লিখিত হইয়াছে, "ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।" কিন্তু উদ্ধৃত পয়ারে বনমালীর আট পুত্রের নাম পাইতেছি! প্রফুল্ল বাবুর প্রবন্ধ অনুসারে—

বনমালী

(১) কৃত্তিবাস (২) শান্তি (৩) মাধব (৪) মৃত্যুঞ্জয় (৫) বলভদ্র (৬) চতুর্ভুজ (৭) শ্রীকণ্ঠ

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে—

বনমালী

(১) কৃত্তিবাস (২) মৃত্যুঞ্জয় (৩) শান্তি (৪) মাধব (৫) শ্রীকর (৬) বলভদ্র (৭) চতুর্ভুজ (৮) ভাস্কর

কৃত্তিবাসের এই আত্মবিবরণে এই নূতন কথা পাইতেছি যে, "আর এক বহিন হৈল সতাই উদর।" সতাই অর্থাৎ বিমাতা, চল্‌তি কথায় যাহাকে "সৎমা" বলে। এখন দেখা যাইতেছে যে, মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সৎমাও ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে বনমালীর পুত্র-কন্যাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্যই পণ্ডিত কৃত্তিবাস "ছয় সহোদর" বলিয়া আট ভ্রাতার নাম লিখিয়াছেন। অতঃপর বোধ হয়, এই "আত্মবিবরণ"টি আর অসংলগ্ন বিবেচিত হইবে না।

এখন দেখিতে হইবে, কবি শ্রীধর বানিয়া মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের সন্তান। মহাবংশ মতে মুরারি ওঝার আট পুত্র। আমার বোধ হয়, মুরারি ওঝার পুত্র বনমালীর সন্তানই শ্রীধর বানিয়া। কেন না, স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকণ্ঠ এবং কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকর। পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন, শ্রীকণ্ঠ ও শ্রীকর একই ব্যক্তি। অর্থাৎ শ্রীকরই ঘটক ঠাকুরের পুথিতে শ্রীকণ্ঠ হইয়াছেন। কে জানে যে, তিনিই পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথিতে লিপিকরের কল্যাণে শ্রীধররূপে পরিচিত হ'ন নাই! আমার বোধ হয়, ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সহোদর শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ বা শ্রীধর একই ব্যক্তি এবং ইনিই এই "সীতার দশমাস" নামক পুথির রচয়িতা। মহাকবি কৃত্তিবাস ও শ্রীধর উভয়েই "মুরারি ওঝার নাতি।"

(খ) ৪৪৯ সংখ্যক পুথির নাম "ভূমিকম্প গ্রহস্তি।" বর্ণনার নমুনা পড়িয়া বোধ হয়, বঙ্গে সে বৎসর খুব প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। কোন্ বৎসর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, কবি সে পরিচয়ও দিয়াছেন। কিন্তু "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে" যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শকের নির্ণয় হয় না। কেন না—

"নেত্র বসু সাত পুরিয়া সন্ধান। শকাদিত্য সন এই শাস্ত্র পরিমাণ॥"